মহামহোপদেশক

শ্রীল ভক্তিসুধাকর

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুর

মহামহোপদেশক

শ্রীল ভক্তিসুধাকর

(সংক্ষিপ্ত চরিত্র ও স্বলিখিত-দিনপঞ্জী)

'গৌড়ীয়'-পত্রের সম্পাদক

মহামহোপদেশক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

সম্পাদিত

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক
শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু

শ্রীল ভক্তিসুধাকর

(সংক্ষিপ্ত চরিত)

নিবেদন

বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অভীষ্টানুসারে গৌড়ীয়-মিশনের যোগ্যতম সম্পাদক ও গৌড়ীয়-গগনের ভাস্কর জ্যোতিষ্ক নিত্যধামগত মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর-প্রভুর সংক্ষিপ্ত চরিত্র ও স্বহস্ত-লিখিত দিন-পঞ্জী শ্রীগৌরজন্মোৎসব-বাসরে প্রকাশিত হইল।

শ্রীমদ্ ভক্তিসুধাকর প্রভুর লিখিত দিন-পঞ্জীর ইহাই সমগ্র অংশ বলা যাইবে কি না, সন্দেহ। আমরা তাঁহার একটি 'নোট্-বুকে' ইংরেজী ১৯৩৭ সালের নভেম্বর হইতে ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যে একটি খণ্ডিত দিন-পঞ্জী পাইয়াছি, তাহাই বর্ত্তমানে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। মনে হয়, নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটের পর গৌড়ীয়-মিশনের সেবা-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া তিনি স্বীয় ভজনের আনুকূল্যে এইরূপ দিন-পঞ্জী লিখিবার প্রযত্ন করিয়াছিলেন। এই দিন-পঞ্জী তাঁহার জীবনের অতি সামান্য অংশের নির্দ্দেশ-লিপি হইলেও ইহাতে তাঁহার শ্রীশ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য যে সুদৃঢ়তা, অধ্যাবসায়, অভিনিবেশ ও ধ্যান প্রবাহ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী সাধকের পক্ষে অমূল্য সম্পদ্। আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তি মাত্রই শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিন-পঞ্জী পাঠ-করিতে করিতে সেবা-রাজ্যে উৎসাহ, নিশ্চয়তা, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন, অসৎসঙ্গ-ত্যাগে সুদৃঢ়তা ও সাধুগণের বৃত্তি অনুসরণ করিবার জন্য হৃদয়ে অসামান্য শক্তি ও প্রেরণা লাভ করিতে পারিবেন।

আত্মচরিত হইতেও দিন-পঞ্জী ব্যাক্তিবিশেষের চরিত্র-সম্বন্ধে নিখুঁত ও স্বাভাবিক বর্ণনা প্রদান করে। ইহা ব্যক্তিগত প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনা পরম্পরার একটি যথার্থ ইতিহাস। এইরূপ ইতিহাসের মধ্যে বৈষ্ণবের চরিত্র অধিকাংশ সময়েই পাওয়া যায় না। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর কৃপায় আমরা তাঁহার সেই একান্ত পারমার্থিক প্রাত্যহিক চরিত্রের ইতিহাস লাভ করিয়া আমাদেরও দৈনন্দিন চরিত্র-গঠনের অপূর্ব্ব আদর্শ সম্মুখে পাইয়াছি।

এই গ্রন্থে দিন-পঞ্জীর সহিত তাঁহার চরিত্রও সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল। তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত আরও দিন-পঞ্জী ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় তাঁহার লিখিত বহু পত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে; সেই সকল সাহিত্য যাহাতে প্রকাশিত হইয়া আমাদের আত্মমঙ্গল সাধন করে, তজ্জন্য আমরা গুরু-বৈষ্ণব-বর্গের কৃপাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসর
১০ই চৈত্র, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ

শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাবিন্দুভিখারী
শ্রীসুন্দরানন্দ দাস বিদ্যাবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রিত ভক্তি সাধকগণের পক্ষে এই গ্রন্থটি নিত্য প্রয়োজনীয় এবং ভজন নিষ্ঠা ও শরণাগতি, শ্রীগুরু সেবা আচরণে প্রত্যক্ষ আদর্শ।

এই গ্রন্থ (১৩৪৬ বঙ্গাব্দ) পূর্ব্ব সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও প্রেসিডেন্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজের শুভেচ্ছায় মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু শ্রীভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ কর্তৃক প্রকাশিত এবং মিশনের অপর সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু শ্রীভক্তি বিকাশ বামন মহারাজ কর্তৃক মুদ্রিত হইল।

পরমার্থ পিপাসু সাধকগণের নিত্য প্রয়োজনীয় এই গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশ করিতে পারায় মিশন কর্ত্তৃপক্ষ পরম আনন্দিত। সহৃদয়-পাঠকগণের নিকট নিবেদন, এই গ্রন্থ অতিদ্রুত মুদ্রণজনিত ভুল ত্রুটি মার্জনা করিতে প্রার্থনা।

৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৯) জগদগুরু
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথি পূজার
পরদিবস ৬ই ফেব্রুয়ারী ইং (১৯৯৯)

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী
দাসানুদাস—
সেবা সচিব

দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রাকর—রুবী আর্ট প্রেস, স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মহামহোপদেশক

শ্রীল ভক্তিসুধাকর

লৌকিক পরিচয়

শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু ১২৯১ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর জেলার কোড়ক্‌দী গ্রামের বনিয়াদী বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-জমিদার-বংশে আবির্ভূত হন। প্রায় সাত বৎসর বয়সে তিনি বহরমপুরের মিশনারী স্কুলে ভর্ত্তি হন ও তৎপর কৃষ্ণনাথ-কলেজিয়েট্‌ স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া ঐ স্কুল হইতে তিনি ১৫ টাকা বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রত্যেক পরীক্ষায়ই তিনি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বি-এ পরীক্ষায় অনার্সসহ উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হন। তিনি ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষা দিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বহরমপুর কলেজে ইতিহাসের অধ্যপকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎপরে হাজারিবাগ ও ভাগলপুর কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া কটক-রেভেন্সা-কলেজে আসেন। পারসিক সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ও সুনাম ছিল। তিনি কটক বঙ্গবিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

বর্ত্ম প্রদর্শক গুরু-দর্শন-লাভ

কটকে অবস্থান কালেই তাঁহার শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রবীণ প্রচারকবর ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ হয়। ইহার পরে গ্রীষ্মাবকাশে তিনি কলিকাতায় আসিয়া ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ তদানীন্তন শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তদানীন্তন গৌড়ীয়-প্রিটিং ওয়ার্ক্‌সে বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের সহিত তাঁহার এক সপ্তাহ আলোচনা হয়। তিনি পাশ্চাত্ত্য উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত আধ্যক্ষিকগণের যাবতীয় যুক্তি লইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্বন্ধে যে-সকল মত প্রকাশ করেন, শ্রীল আচার্য্যদেব তাহা সুযুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা সংস্থাপন করেন এবং ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন জীবের মঙ্গলের কোন উপায় নাই, ইহা বুঝাইয়া দেন। সপ্তম দিবসের বিচারের পর রাত্রিকালে অধ্যাপক সান্যাল মহোদয় স্বপ্নযোগে দেখিতে পান যে, এক ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার জন্য বলিতেছেন এবং সেই পথে চলিলে তাঁহার নিত্যমঙ্গল হইবে জানাইতেছেন। এই সন্ন্যাসি-প্রবরের শ্রীমূর্ত্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যদেব পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি হইতে ভিন্ন ছিল না। কেবলমাত্র তখন শ্রীল আচার্য্যদেব বাহিরে ব্রহ্মচারীর

বেষে ছিলেন, আর অধ্যাপক মহোদয় যে শ্রীমূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছিলেন, তিনি সন্ন্যাসি-বেষধারী ছিলেন। অধ্যাপক মহোদয় স্বপ্নভঙ্গে এই শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট বলিলেন যে, তিনি যাহার সহিত সাতদিন যাবৎ বিচার করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষেরই শ্রীমূর্ত্তি সন্ন্যাসিবেষে তিনি স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাঁহারই কথায় তাঁহার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে। পরবর্ত্তিকালে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাস-লীলা প্রকট করিলে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার ১৫ বৎসর পূর্ব্বের স্বপ্নের রহস্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের কথায় তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ইংরাজী ১৯২৫ সালে গ্রীষ্মকালে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তখন হইতেই শ্রীল আচার্য্যদেবকে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় বিগ্রহ-রূপে দর্শন করিয়া আসিতেছেন। দীক্ষার পরে তাঁহার চিত্তরাজ্যে এক পারমার্থিক-বিপ্লব উপস্থিত হয়। তিনি এক নূতন জগতে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা উপলব্ধি করেন। দীক্ষাগ্রহণের পর তিনি কটকে যাইয়া আত্মীয়-স্বজনকে বলিতে থাকেন—'এখানেই যে বৈকুণ্ঠ আছে, হায়, হায়, তাহার অনুসন্ধান এতদিন কেন করি নাই?' তিনি বাড়ী আনিয়া সহধর্ম্মিণীকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন কোন উত্তম ভোজ্যদ্রব্য দেওয়া না হয়। উত্তম ভোজ্যাদি প্রস্তুত করিয়া তিনি মঠে দিবার জন্য বলিতেন এবং তাহা দেওয়া হইলে আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি তাঁহার গৃহে একদিন মঠস্থ বৈষ্ণবগণকে ভিক্ষা

করাইয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর উপহাস ও বিদ্রূপ সহ্য করিয়াও যখন বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলেন, তখন ভক্তিসুধাকর প্রভু সহধর্ম্মিণীকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

অসীম সৎসাহসী

তাঁহার এতই সৎসাহস ছিল যে, তিনি উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও বৈষ্ণব-বেষ-ধারণ ও চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতকালে ক্ষৌরাদি বর্জ্জন করিয়াই কলেজে অধ্যাপনা করিতেন এবং অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দের নিকট শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্মের মাহাত্ম্য নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার এই প্রকার নির্ভীকতা ও সত্যনিষ্ঠা-দর্শনে অধ্যাপক ও ছাত্র-বৃন্দ সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠালাভ

তিনি পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান পরীক্ষক ছিলেন। তিনি ইতিহাস ও দর্শন-শাস্ত্রে এরূপ প্রামাণিক অধ্যাপক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন যে, এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি 'ডক্টরেট্' পরীক্ষার পরীক্ষকরূপেও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। অক্স্ফোর্ড্, কেম্ব্রিজ, বার্লিন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁহার বহু প্রবন্ধ ও নিবন্ধ পঠিত ও প্রচারিত হইয়া সমাদর লাভ করিয়াছে। গৌড়ীয়-মিশনের কতিপয় প্রচারক শ্রীপাদ ভক্তি-সুধাকর প্রভুর লিখিত প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়া পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদক

তিনি নিজ ঐকান্তিক সেবা ও নিষ্কপটতা দ্বারা অতি অল্প-কালের মধ্যেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অত্যন্ত প্রিয় নিজ-জনরূপে গৃহীত হন। তিনি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত-পর্য্যন্ত বিশ্রম্ভের সহিত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিয়াছেন।

হার্ম্মনিষ্টের সেবা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীপাদ ভক্তি-সুধাকর প্রভুকে তাঁহার সম্পাদিত হারমনিষ্ট্ (Harmonist) পত্র সম্পাদনের যাবতীয় সেবা-ভার সমর্পণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ভক্তি-বৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা-হইতে (বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, খৃষ্টাব্দ ১৯৩৩) "ভক্তিসুধাকর" এবং শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা হইতে "**মহামহোপদেশক**" গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করেন। তিনি শ্রীধাম-মায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠ হইতে শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের প্রবর্ত্তিত "ভক্তিশাস্ত্রী" ও "সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য" পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠীদেবী-পাদক

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সমগ্র নারী-জগতের শিক্ষার জন্য শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর মাতা-ঠাকুরাণী পরলোকগতা ষষ্ঠীসুন্দরী দেবীর নামে পারমার্থিক-প্রবন্ধ-প্রতি-যোগিতায় মহিলাগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার

করিবেন, তাঁহাকে পুরস্কার দিবার জন্য **"ষষ্ঠী দেবী পদক"** *উপহার প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সেই সূত্রে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর তাঁহার পরলোকগতা মাতৃদেবীর প্রকৃত শ্রাদ্ধে জননী-জাতির আত্মবোধাবলম্বিগণের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনের জন্য প্রকৃত শ্রদ্ধার সহিত জননী-পূজা করিয়াছেন। **ধন্যা সেই রত্নগর্ভা জননী— যাঁহার তনয় শ্রীভক্তিসুধাকর।**"

(গৌড়ীয় ১০।৩১)

অপ্রাকৃত সাহিত্যিক

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীপাদ ভক্তি-সুধাকর প্রভুর লেখনীর মধ্য দিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত, ঠাকুর শ্রীভক্তি-বিনোদের শরণাগতি, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রচার করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে তিনি **"শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য"** নামক একটি বিরাট্ গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়া-ছিলেন। ইহার প্রথম খণ্ড মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং ইহা নিতান্ত তর্কপ্রিয় আধ্যক্ষিক দেশ ও জাতির মধ্যেও আন্তর্জাতিক পারমার্থিক সম্মান লাভ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের আরও পাণ্ডুলিপি এবং শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের ও বহু প্রবন্ধ ও নিবন্ধের কতিপয় পাণ্ডুলিপি তিনি প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন।

গুরুদেবের আশীর্ব্বাদের সদ্ব্যবহারকারী

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটকালে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর উপর এই আশীর্ব্বাদ-বাণী

---

* 'রচনা-প্রতিযোগিতা'র বিষয়—'গৌড়ীয়' ১০ম বর্ষ ২৮শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বর্ষণ করিয়া বলিয়া ছিলেন,—"I am indebted to Professor Babu—আমি প্রফেসর বাবুর (শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর) নিকট ঋণী ।"

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পারমার্থিক সাহিত্য-সেবা শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সম্পাদন করিবার জন্য জগতে আসিয়াছিলেন। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটকালীন বাণীতে শ্রীল আচার্য্যদেবকে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর গুরুসেবায় সাহায্য করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন ।

কটকের তদানীন্তন কমিশনার রেভান্সা সাহেব শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের উপর নির্ব্বিশেষবাদী বিষকিসণের বিচার-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন । শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাণী প্রচারের জন্য কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ স্থাপন করিয়া-ছিলেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু কটকের রেভান্সা-কলেজের অধ্যাপকের কার্য্যের ছলে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের সেবা ও উৎকল ভাষায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত 'শ্রীহরিনামচিন্তামণি', 'শরণাগতি' 'গীতাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ ও পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্ রূপ-বৃহদ্ মৃদঙ্গ বাদন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদের অন্তরঙ্গ সেবা সম্পাদন করিয়াছেন।

বজ্রাদপি কঠোর

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর যাহাতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্যা সত্যা বাণী-

অক্ষুণ্ণা থাকে যাহাতে শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ না হয়, যাহাতে পারমার্থিক-গগন তমসাচ্ছন্ন না হয়, যাহাতে শ্রৌত-ধারায় অবগাহন করিয়া সকলে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তটে উপনীত হইতে পারেন, এইজন্য শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর হৃদয়ে যে সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা তিনি নির্ভীক-কণ্ঠে প্রচার করায় তাঁহাকে কোটি কণ্টক, অমানুষিক অত্যাচার ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত ও নানাপ্রকার নিন্দা-গঞ্জনা মস্তকে বরণ করিয়া লইতে হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার আদর্শ-ব্যক্তিত্ব, জ্বলন্ত আচরণ ও বজ্রাঙ্গজীর ন্যায় সুদৃঢ় নিষ্ঠা সকল সত্য-পিপাসুকে উত্তাল-তরঙ্গায়িত সমূদ্রের মধ্যে আলোক-স্তম্ভের ন্যায় রক্ষা করিয়াছে। শত শত প্রলোভন, প্রতিষ্ঠাশা, সহস্র সহস্র অত্যাচারের বিভীষিকা, বহির্ম্মুখ-গণমতের অজস্র নিন্দা বা বন্দনা সত্যসার তাঁহাকে সত্যপথ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে নাই। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বা নির্ব্বিশেষবাদকে তিনি কোনদিনই প্রশ্রয় দেন নাই। গুরুভোগী ও গুরুত্যাগী, নির্ব্বিশেষবাদী-সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য তিনি শত শত গ্যালন রক্ত ব্যয় করিয়াছেন, শত শত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন।

তাঁহার ন্যায় সহিষ্ণুতার আদর্শ জগতে সুদুর্ল্লভ। পাষণ্ড-দলন-কার্য্যে তাঁহাকে অহোরাত্র বিব্রত থাকিতে হইত বলিয়া তিনি আর অধিক পারমার্থিক-সাহিত্য জগতে দান করিতে পারেন নাই। তথাপি তিনি তাঁহার অপ্রকট-লীলার পূর্ব্ব দিবস যে "Sree Vyasa Puja Homage" ও তাহার কয়েক দিবস পূর্ব্বে "শ্রীল-ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের বিরচিত "শ্রীল সরস্বতী

ঠাকুর" ও শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথিতে "শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর" গ্রন্থ-দ্বয়ের ভূমিকা লিখিয়া গুরুবর্গের সেবা করিয়া গিয়েছেন। তাঁহার সমগ্র চরিত্রটি শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা ব্যাসপূজার অঞ্জলিস্বরূপ। তাই তিনি তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্ব দিনেও "Sree Vyasa Puja Homage" লিখিয়া দেহ ও দেহীকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি-প্রদান-পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের ষট্‌ষষ্টিতমবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথির অব্যবহিত পরের দিনই (১৫ই ফাল্গুন, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ রাত্রি প্রায় ৩টা ১৫ মিনিটের সময়) শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবার্থ নিত্যধামে বিজয় করিলেন। তাঁহার সমগ্র চরিত্র ছিল নিখুঁত, পবিত্র ও অনবদ্য। সেই শুভ্র কুসুমটী শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম-সেবার অত্যন্ত উপযোগী বলিয়াই সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গদেব তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম সেবার জন্য এই কুৎসিৎ প্রপঞ্চ হইতে তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন।

নির্য্যাণ-কালে

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার নির্য্যাণ-কালে কএকবারই "প্রভুপাদ আসিয়াছেন, প্রভুপাদ আসিয়াছেন"—এই বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন ও "সুন্দর সুন্দর",—এইরূপ বলিয়াছিলেন। সেই সময় বাহ্য-বিষয়ে তাঁহার কোনই সংজ্ঞা ছিল না, কেবল শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল গৌরসুন্দরের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দিব্যোজ্জ্বল, প্রফুল্ল শ্রীমুখ মণ্ডল দর্শন করিয়া মনে হইতেছিল যে, শ্রীল প্রভুপাদ সাক্ষাদ্‌ভাবে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিজ-জনকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সন্নিকটে লইয়া যাইতেছেন।

সেবাবীর ও শরণাগতের আদর্শ

শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দয়িত শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকরের নিজ-জন শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভু বিশ্বে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-সুধা বিতরণ করিয়া সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-রাসস্থলীতে শ্রীগৌর প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্নিধানে উপনীত হইয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে শরণাগতির আদর্শ, সর্ব্বস্বের দ্বারা শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবা, অকপট তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব, সত্যসংগ্রামে অদৃষ্টপূর্ব্ব বীরত্ব, ধীরত্ব ও স্থিরত্ব তাঁহার চরিত্রে মূর্ত্ত হইয়াছিল। শ্রীগুরুপাদপদ্মে ও বৈষ্ণবের সেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে কেবল গ্রন্থাদিতে পাঠ বা সাধুমুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু শ্রীল ভক্তি-সুধাকর প্রভুর চরিত্রে তাহা জ্বলন্তভাবে প্রত্যক্ষ করিবার বিষয় হইয়াছিল। শ্রীল ভক্তিসুধাকর শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতির গীতি-সমূহ স্বীয় ভজনময় চরিত্রে প্রকট করিয়াছিলেন। "সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া প'ড়েছি তোমার ঘরে। তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর বলিয়া জানহ মোরে॥" "মানস দেহ-গেহ-যো কিছু মোর। অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর॥"—পদসমূহ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্রে জ্বলন্ত অক্ষরে দেদীপ্যমান ছিল। তিনি যাহা প্রচার করিতেন, তাহা পূর্ণমাত্রায় স্বীয় আচরণে প্রদর্শন করিতেন।

প্রকৃত ত্রিদণ্ডি গোস্বামী

তিনি গৃহস্থের পোষাকে প্রকৃত মঠবাসী ও কায়মনোবাক্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় আত্মনিয়োগকারী যথার্থ ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী

ছিলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই মাহাত্মার সম্বন্ধে শত শতবার বলিয়াছেন—"শ্রীপাদভক্তি সুধাকর প্রভুই বাস্তব ত্রিদণ্ডী"। ১৯৩২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকায় একটি বক্তৃতায় প্রকৃত-ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীর লক্ষণ-সম্বন্ধে একটি অভিভাষণে বলিয়াছেন—"জাগতিক বৈরাগ্য, ত্যাগ, তপস্যা প্রভৃতি সাধুত্বের লক্ষণ নহে। পিপীলিকা বলিতেছে—'হাতী অনেক খাইয়া ফেলে, আমি অত খাই না, সামান্য খাই।' তাহা হইলে হাতী অপেক্ষা পিপীলিকাই বড় সাধু হইয়া পড়িল। কিন্তু হাতী স্যমন্ত-পঞ্চকে কৃষ্ণকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যায়, আর পিপীলিকা হয় ত' সেই কৃষ্ণকে কামড়াইয়া দেয়। হাতীটা বেশী খাইয়াও কৃষ্ণকে বহিয়া আনিল, কৃষ্ণসেবা করিল, আর পিপ্ড়ে কম খাইয়াও কৃষ্ণকে হয় ত' কামড়াইয়া দিল। আমরা অনেক সময় সন্ন্যাসী (?) হইয়া ধাতু-পাত্রাদির ব্যবহার পরিত্যাগ করিলাম, গাছতলায় থাকিলাম, কিন্তু গাছতলায় থাকিয়া গাঁজা খাইতে শিখিলাম। এইরূপ গাঁজা খাওয়ার জন্য সন্ন্যাসী না হইয়া ঘরে থাকিলে ভাল সন্ন্যাসী হওয়া যাইত। 'ত্রিদণ্ড মুপজীবতি'—ভোজন ভাল চলে বলিয়া মঠের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ভিক্ষুকের আশ্রম লইয়া যদি নিজের তহবিলে সঞ্চয় করি, তবে ত্রিদণ্ডের উপজীবিকা হইয়া পড়িল। প্রফেসর বাবু (অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু) * * টাকা মাহিনা পান, তিনি সর্ব্বস্ব কৃষ্ণের সেবায় দিতেছেন, আর আমরা এক পয়সারও লোক নহি; তিনি ত্রিদণ্ডী,—না আমরা ত্রিদণ্ডী?"—গৌড়ীয়, ১১শ বর্ষ, ২২শ সংখ্যা।

অধ্যাপকবর

কটক রেভেন্সা কলেজের মুখ্যভাবে ইতিহাসের, গৌণ সাময়িক-ভাবে অর্থ-শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকরূপে কার্য্যকালে প্রত্যেক সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ, পূজাবকাশ ও যে কোনও অবকাশে শ্রীল প্রভুপাদ যে-স্থানে অবস্থান করিতেন, তথায় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু চলিয়া আসিতেন। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত নিজের অন্য কোনও প্রকার কার্য্যে মুহূর্ত্তকাল সময়ের নিয়োগকেও তিনি 'সময়ের অপব্যবহার' বলিতেন। শ্রীশ্রী প্রভুপাদের নিকট তিনি বহুবার নিবেদন জানাইয়াছিলেন যে, রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি সর্ব্বক্ষণ প্রভুপাদের সেবা প্রার্থনা করেন। তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—"আপনি আপনার চাকুরীর সমস্ত অর্থই যখন হরি-কীর্ত্তন-প্রচার ও বৈষ্ণব-সেবায় প্রদান করিতেছেন এবং বাকী সময় Harmonist (ইংরাজী সাময়িক পত্রের) এর প্রবন্ধ ও নানাপ্রকার গ্রন্থ রচনা এবং মিশনের সর্ব্ববিধ সেবা-কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন, তখন আপনার চাকুরীর দ্বারা হরিসেবাই হইতেছে।" তথাপি তিনি অনেক সময় শ্রীল প্রভুপাদকে বলিতেন—"আমি মনকে ঠকাইয়া যুক্ত-বৈরাগ্যের নামে বিষয় ভোগ করিতেছি কি না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।" শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—"আপনি সমর্পিতাত্মা, আপনার কোনও অসুবিধা হইবে না।" এইরূপ বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি কলেজের অধ্যাপকের কাজ করিতেন এবং মাহিনার সমস্ত অর্থ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় প্রদান করিতেন। কলেজের পরে তিনি কটক-সচ্চিদানন্দ

মঠে চলিয়া যাইতেন এবং অবশিষ্ট সকল সময় মঠেই অবস্থান করিতেন। প্রত্যেক গৃহস্থ ভক্তকে তিনি নিজের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া মঠ-সেবায় সমস্ত সময় নিয়োগ করিতে বলিতেন। গৃহস্থ ভক্তগণ অন্ততঃ রাত্রিকালে মঠে অবস্থান করিয়া সারা-রাত্র মঠের সেবা করুন—ইহাই ছিল তাঁহার নিজ-আদর্শের দ্বারা গৃহস্থাভিমানী ভক্তগণের নিকট প্রচার্য্য বিষয়। গৃহারামতা বা দেহারামতা—যাহা গৃহব্রত ব্যক্তিগণের নিত্যসঙ্গী, তাহা শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্রে কেহ কোনও দিনও বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য করেন নাই।

সত্যসার মহাপুরুষ

তিনি হরিসেবার জন্য সর্ব্বদা নিরলস, কুবাক্যবাণ-সহনে বৃক্ষ হইতেও অধিক সহিষ্ণু, কুসিদ্ধান্ত ও গুরু-বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ মতবাদ-দলনে সিংহশাবকের ন্যায় তেজীয়ান্ ছিলেন। তিনি সত্য-সত্যই মহাপুরুষ-সিংহ শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শ শিষ্য ও সুদীক্ষিত পুত্র। তিনি ছিলেন সারগ্রাহী বৈষ্ণব, সত্যসার, সত্যসঙ্কল্প, বীর, ধীর, সর্ব্বস্বসমর্পিতাত্মা আদর্শ-স্নিগ্ধ ও বিশ্রম্ভাগুরুদাস। শ্রীবজ্রাঙ্গজীর ন্যায় তাঁহার সেবা-সঙ্কল্প ছিল বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়; বিমুখ-মোহিনী মায়ার কোন বিক্রম তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও তাঁহার সুদৃঢ় সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। তিনি ছিলেন শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্য কুরেশের ন্যায় গুরুসেবাবীর। লক্ষ্মণের ন্যায় তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় জীবন পণ করিয়াছিলেন।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় 'অসম্ভব' বলিয়া কোনও কথা তিনি তাঁহার নিজ-জীবনে বা অপরের আদর্শের মধ্যে সহ্য

করিতে পারিতেন না। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম-ফলে তাঁহার যখন শিরঃপীড়া হইত, তখন তিনি বলিতেন 'দেখি, মাথা-ব্যথা আমাকে কতটা হরিসেবার বিঘ্ন দান করিতে পারে! এই বলিয়া তিনি তখন আরও অধিকতরভাবে মস্তিষ্ক পরিচালনা ও উচ্চৈঃ-স্বরে হরিকথা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিতেন। তিনি অতি সামান্য উপকরণের দ্বারা অতি অল্প পরিমাণে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন; অথচ এইরূপ সামান্য প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তিনি অত্যধিক মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতেন। তাঁহার দেহের প্রতি কোনপ্রকার দৃষ্টি নাই দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় সেবক-গণকে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করিতেন। কিন্তু তিনি কোনও সেবকের নিকট হইতে কোনও সেবা গ্রহণ করিতেন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া বাক্যবেগ জয় করিয়াছিলেন; অনুক্ষণ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার চিন্তা করিয়া মনের বেগ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণের দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিয়া ক্রোধের বেগ, গুরু-বৈষ্ণবের গুণগাথা-কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ সত্য সত্য সেবন করিয়া জিহ্বা-বেগ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার উদর-বেগ ছিল না, তিনি উপস্থবেগজয়ী প্রকৃত সন্ন্যাসী ছিলেন।

সর্ব্বস্বের দ্বারা হরিসেবা

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য্য—এই চারিটি বস্তুর যে কোনও একটী থাকিলে পৃথিবীর লোক ধরাকে সরা জ্ঞান করে। কিন্তু এই চারিটিই শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুতে যুগপৎ অবস্থিত

ছিল। তিনি এই চারিটির দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকেই তিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োগ করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পুত্র-পরিজন ও সকলেই সর্ব্বতোভাবে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকুন, চিরদিন ইহাই তাঁহার অন্তরিক অভিপ্রায় ছিল। এবং তাঁহাদিগের প্রতি তিনি কোনরূপ ভোগবুদ্ধি না করিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকেও পুত্রাদিকে কি বিচারে দর্শন করিতেন, তাহা তাঁহার স্বহস্তলিখিত পত্রই প্রমাণ করিবে। নিম্নে ঐসকল পত্রের অনুলিপি প্রকাশিত হইল।

সহধর্ম্মিণীর সমীপে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর স্বহস্ত-লিখিত একখানি পত্রের নকল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

১১।৬ ৩৮

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে অসংখ্য দণ্ডবংপ্রণামপূর্ব্বক নিবেদন।

তোমার পত্র পাইলাম।

মথুরায় কিংবা বৃন্দাবনে থাকিলে যেরূপ অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ একটু কম হইত, শ্রীধাম মায়াপুরেও ঠিক সেইরূপভাবে থাকিতে পারিলে সব দিক ভাল হয়। কতদিন জীবিত আছ তাহার ঠিক নাই। সুতরাং এখন হইতেই যাহাতে সংসারে পুনরায় অধিক

জড়িত হইতে না হয় তজ্জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগ্রহপাত্র হিসাবে এই সমুদয় বিধি পালন করিবার চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত। যাহাতে গৃহস্থের আদর্শ পালন করিতে পার, তজ্জন্য এখন হইতেই 'সতর্ক হইবে'। এ বিষয়ে যেন কোনরূপ শিথিলতা না হয়। এ সম্বন্ধে তুমি সকলই জান। সুতরাং তোমাকে লেখা অনাবশ্যক। তবুও না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। খরচপত্রও যথাসাধ্য কমাইতে * হইবে। তাহা হইলে শ্রীল প্রভুপাদ সন্তুষ্ট হইবেন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

(স্বাঃ) শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

২৮।১০।৩৯

---

* শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার বেতনের সমগ্র অর্থ শ্রীল প্রভুপাদের হরিকীর্ত্তন প্রচারে প্রদান করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসুধাকর ভবনে কিছু অর্থ তাঁহার পরিবারের গ্রাসাচ্ছদনের জন্য পাঠাইয়া দিতেন। পাছে অধিক খরচ করিলে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকীর্ত্তন সেবার অর্থ কম হয়, এই জন্যই শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু সহধর্ম্মিণীকে খরচপত্র কমাইবার জন্য লিখিয়াছেন, অন্য উদ্দেশ্যে নহে।

জ্যেষ্ঠ আত্মজের † নিকট শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর
স্বহস্তলিখিত পত্রের অনুলিপি।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,—

অচিন্ত্যগোবিন্দ প্রভো, তোমার ২৭।১০ তারিখের কৃপালিপি পাইয়া সুখী হইলাম।

সেই সঙ্গে যতিশেখর প্রভুরও একখানি পত্র পাইলাম। কটক হইতে বহরমপুর চলিয়া যাওয়ায় তোমার অভাবে কটকে 'পরমার্থী'র সেবা-কার্য্যের অনেক অসুবিধা হইতেছে, ইহা শ্রীঅনিরুদ্ধ প্রভু জানাইতেছেন। তুমি ও শ্রীযতিশেখর প্রভু পত্রিকা ও গ্রন্থগুলির প্রচার ও সম্পাদনের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবে,—ইহাই প্রার্থনা। পরমার্থীর প্রবন্ধগৌরব যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য সর্ব্ব প্রথম চেষ্টা আবশ্যক। প্রচারের জন্য পত্রিকা, ইহা স্মরণ রাখিলে প্রবন্ধাদি রচনা ও নির্ব্বাচন উত্তম হইবে। প্রচার না করিলে আচরণ সম্ভব হইবে না অর্থাৎ কীর্ত্তনমুখে সেবা-চেষ্টা ও সম্পাদন সম্ভব, তৎপূর্ব্বে আত্মনিবেদন।

দাসাধম

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

১৫।১২।৩৯

---

† তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যোগ্যতম পিতার শিক্ষানুসারে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সেবায়-আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্বিকেয়ম্—

অচিন্ত্যগোবিন্দ প্রভো,তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। বিভিন্ন স্থানে শাখা না করিয়া নিজে আচরণ করত নিজ-মঙ্গল-লাভেচ্ছু হইয়া নিষ্কপটে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিলে ব্যাতিরেকভাবে বহু ভাগ্যবান জীবের গুরুবাণী শ্রবণের সুযোগ ও গুরুপাদপদ্ম-বরণের সৌভাগ্য হয়।

তুমি মঠ করিবার চেষ্টা না করিয়া জীবন্ত মঠ করিতে চেষ্টা কর। কোন একটি প্রাণীকে যদি গুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে পার, তবে জীবন্ত মঠ করা হইল। উহাই প্রভুপাদের আদেশ এবং ইহার জন্য আমরা গ্যালন গ্যালন রক্ত ব্যয় করিতে প্রস্তুত থাকিলে আমাদের হরিসেবা হইবে। সুতরাং তুমি কায়মনোবাক্যে ঐ কার্য্যে যত্নবান্ হইবে। শ্রীযুক্ত * * মহাশয়ের নিষ্কপট হরিকথা-শ্রবণে আকাঙ্খা প্রশংসনীয়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব তাঁহার অবশ্যই মঙ্গল করিবেন। তুমি তাঁহাকেই গুরু-পাদপদ্মের বাণী শ্রবণ করাইয়া জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট আদর্শ দেখাইবে এবং তিনি যাহাতে উহা গ্রহণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারেন, সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিবে। কেবল হরিকথা বলিলে হইবে না, শ্রোতা উহা গ্রহণ করিতেছেন কিনা.—সেদিকে লক্ষ্য থাকা দরকার। তুমি আমার দণ্ডবৎ জানিবে।

দাসাভাস

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল আচর্য্যদেবের বাণী

প্রথমে শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু কটকে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া আকৃষ্ট হন। তৎপরে ২৪৩।২, আপার সার্কুলার রোডস্থ তদানীন্তন গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌সে গ্রীষ্মকালের একদিন অধুনা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী তাঁহার এক বন্ধুর দ্বারা আমার সহিত পরিচিত হন। বর্ত্তমান যুক্তিবাদের যুগে—যে যুগে কেহই শ্রৌত-পথ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে, সেই যুগে তাঁহার ন্যায় সর্বোচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে কেবল কুতর্ক করিয়া জয়ী হইবার চেষ্টা অপেক্ষা সরলভাবে প্রকৃত সত্য জানিবার চেষ্টাই আমাকে অধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার সমসাময়িক অনেকেই বঙ্গদেশে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ; তাঁহারা ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর ব্যক্তিত্বের উপর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন ও এখনও করেন। তাঁহারাও তাঁহার অকৃত্রিম সত্য-বিশ্বাসে কোনদিনই আঘাত প্রদান করেন নাই। তাঁহার আচার-ব্যবহার এতটা 'সাদা সিদে' ছিল যে, সাধারণ লোক তাঁহাকে ধরিতেই পারিত না। তিনি আভিজাত্যে—বংশ-গৌরবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বহু অর্থ উপার্জ্জনশীল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষায় পরম পণ্ডিত হইয়াও কোনদিন ঘুণাক্ষরেও ঐ-সকলের জন্য কোনরূপ অভিমান পোষণ করেন নাই। তিনি এক বাস্তব-সত্যের সেবার জন্য সমস্ত অঞ্জলি দিয়াছিলেন।

"মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা"—এই বাক্যের সার্থকতা তাঁহার লেখনীর মধ্যে দৃষ্ট হয়। তাঁহার ন্যায় সরল, আরম্বর-হীন, অথচ সুযুক্তিপূর্ণ ভাষা ইংরাজী পারমার্থিক-সাহিত্যে আর দ্বিতীয়

নাই। তাঁহার যুক্তির মধ্যে কোন স্বৈরিণী চেষ্টা প্রদর্শিত হয় নাই। সেই যুক্তির আভাস ও তাঁহার সাহিত্য লইয়া গৌড়ীয় মঠের কোন কোন প্রচারক পাশ্চাত্যদেশে আদর লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু খুব ছোট ছোট বাক্য লিখিতেন। তাঁহার ভাষায় মিশ্র-বাক্য খুব কম। তিনি paradox লিখতে ও বলিতে অদ্বিতীয় ছিলেন এবং ঐ সকল paradox-এর অন্তরালে গভীর ও গূঢ় অর্থ নিহিত থাকিত। যখন তিনি নির্ভীক-কণ্ঠে অশ্রুতপূর্ব দৃঢ়তার সহিত অকৈতব সত্যকথা কীর্ত্তন করিতেন, সিংহ-শাবকের ন্যায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তিত বাণী বর্ণন করিতেন, তখন যদি আধ্যক্ষিকগণ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত, তখন তিনি এমন মৃদু হাস্য করিতেন যে, তাহাতে বিপক্ষের সমস্ত ক্রোধ এক মূহূর্তে প্রশমিত হইয়া যাইত। তাঁহারা তখন বুঝিতে পারিতেন যে, এই মহাত্মা কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা বিরোধ লইয়া আলোচনায় তৎপর হন নাই। সরল ও অকপট বিশ্বাসের সহিত তাঁহার সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি, শ্রীঅভীষ্টদেবের প্রতি এরূপ অবিচলিত নিষ্ঠা এই যুগে সুদুর্ল্লভ। "এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু-প্রাণৈ-রর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥ (ভাঃ ১০।২২।২৪) —প্রাণ অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা নিরন্তর শ্রেয়ঃ আচরণ করাই দেহধারী জীবের জন্মের সফলতা।" শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাণী এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর-কথিত এই উপদেশ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্রে প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হইয়াছে। ইহা আমরা পূর্ব্বে কেবল গ্রন্থে

পড়িয়াছিলাম ; কিন্তু তাঁহার চরিত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পরের উপকার করিবার জন্য তাঁহার সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা অতুলনীয় ছিল। জীব-মঙ্গলের জন্য তিনি প্রাণ দান করিয়াছেন। অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য ও যথা-সর্ব্বস্ব লোক-মঙ্গলের জন্য ডালি দিয়াছেন। তিনি তাঁহার উপার্জিত যাবতীয় অর্থ তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইহা একটী open secret. আর একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তিনি গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াও কখনও দাতার অভিমান করিতেন না, কিংবা তাহা কিভাবে ব্যয়িত হইল বা হইবে, অন্তরেও তদ্বিষয়ে গুরু-বৈষ্ণবের নিকট হিসাব-নিকাশ চাহিতেন না। কি করিয়া সর্ব্বস্ব শ্রীগুরু-পাদপদ্মে ডালি দেওয়া যায়, ইহাই তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ চিন্তা ও ধ্যান করিতে দেখিয়াছি। এক মূহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে অন্য বিষয়ে প্রমত্ত দেখি নাই। তিনি মানব-জাতির উপকারের জন্য এতটা ব্যাগ্র ছিলেন যে, নিজের স্বাস্থের প্রতি বিন্দু মাত্রও লক্ষ্য করেন নাই। দেহের কোনরূপ আরামের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। যাঁহারা স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি বিশেষ অভিনিবিষ্ট, শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আচরণ তাঁহাদের চিন্তারাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত করিবে। বঙ্গদেশের কোন এক সুপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ এলোপ্যাথিক ডাক্তারের ভবনে তিনি একবার গমন করিয়াছিলেন। সেই ডাক্তারবাবু শ্রীল ভক্তি সুধাকর প্রভুর শরীরের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া টেবিলের উপরে শোয়াইয়া দুগ্ধ পান করাইয়া দিয়াছিলেন ; কারণ ঐরূপ সুদুর্ব্বল শরীর লইয়া তিনি

বাসায় ফিরিতে পারিবেন না, ডাক্তারবাবু ইহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু এরূপ স্বাস্থের দিকেও বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহার সমস্ত ধ্যানের বিষয় ছিল—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা। তিনি বাক্যবাগীশতা দেখাইয়া, টেবিল চাপ্‌ড়াইয়া, প্রচারের অভিনয় করিয়া, প্রতিষ্ঠাশা কুড়াইয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করেন নাই। তিনি যাহা মুখে বলিয়াছেন বা গ্রন্থাদিতে লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটী বর্ণ নিজের আচরণে পালন করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত সর্বাপেক্ষা বড় শ্রীমন্দির 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থ। তাঁহার ঐ গ্রন্থের এক খণ্ড-মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি প্রধানতঃ শ্রীচৈতন্য ভাগবত অবলম্বন করিয়াই সেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে অধিকতর উচ্চাধিকারীর প্রবেশ লাভ হইতে পারে—এই বিচার ক'রয়া তিনি শুদ্ধভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাথমিক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবতকে প্রধানভাবে অবলম্বনপূর্বক 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে---শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস পর্য্যন্ত, তৃতীয় খণ্ডে---দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ পর্য্যন্ত ও চতুর্থ খণ্ডে---পুরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিগূঢ় ভজন-লীলা-রহস্য বর্ণন করা হইবে,---এরূপ তিনি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

তিনি নূতন আকারে 'হারমনিষ্ট্'-পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব-সেবা নিজের সত্তার সঙ্গে অনুস্যূত, ইহা তিনি তাঁহার আদর্শ আচরণের মধ্যে

প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেককে তাঁহার প্রাপ্য মর্য্যাদা প্রদান করিতেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি স্থূলদেহগত 'আত্মীয়-স্বজন'-বুদ্ধি ছিল না। 'গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার'—এই বিচারে তিনি পুত্র ও সহধর্ম্মিণীকেও মর্য্যাদা দিয়াছেন। এই বিচার অনুসরণ করিয়াই তিনি পুত্র ও সহধর্ম্মিণীকে পত্রে 'দণ্ডবৎ প্রণামাদি লিখিয়াছেন। তোমরা আমার প্রভুর সেবা করিতেছ সুতরাং তোমরা আমার দণ্ডাবর্ত্তাহ' তাঁহার এই বিচারের মধ্যে কোন·প্রকার কপটতা, প্রচ্ছন্ন ভোগ বুদ্ধি বা লোক দেখাইবার চেষ্টা ছিল না। তিনি গৃহস্থের পোষাকে সন্ন্যাসীর গুরু ছিলেন—প্রকৃত ত্রিদণ্ডী গোস্বামীর আদর্শ ছিলেন। শুধু theoritical নয়, তিনি বাস্তব-জীবনে আচরণ·পূর্ব্বক কি করিয়া কায়মনোবাক্যে গুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় দণ্ডিত করিতে হয় তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। 'আমি সান্ন্যাল বংশের অমুক সান্ন্যাল, কিংবা আমি রেভেন্সা কলেজের প্রফেসার আমি এত টাকা মাহিনা পাই—এরূপ বিচার কোনদিন আমরা তঁহাতে লক্ষ্য করি নাই। তিনি আপনাকে গুরুদাস ও বৈষ্ণবদাস বলিয়াই নিত্য অভিমান করিতেন।

তাঁহার জিহ্বা-বেগ ছিল না। কোন প্রকার সুস্বাদু দ্রব্য জিহ্বার লোভ বশতঃ গ্রহণ করিতে তাঁহাকে কোন দিনই দেখি নাই। অত্যন্ত লঘুপাক দ্রব্য, যাহাতে কোনরূপ জীবন নির্ব্বাহ হয়, তাহাই তিনি প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতেন। রাত্রে মাত্র তিনি শটীর পালো প্রসাদ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিতেন। এত মস্তিষ্ক পরি-চালনা করিলে লোকের কত 'ভাইটামিন' খাওয়ার দারকার হয়,

কিন্তু তিনি ঐ সকল কথা কোনদিন চিন্তা করিবার অবসর পাইতেন না—হরিসেবায় তিনি এতটা প্রমত্ত ছিলেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ মঠ-বাস করিয়া উপস্থ-বেগ ধারণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সভ্য-জগতে তাঁহার আদর্শ আচরণ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি উচ্চ-তম শিক্ষায় শিক্ষিত ও উচ্চতম বিচারের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত থাকিয়া কিরূপে দেহ-গেহের স্মৃতি বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিলে আধুনিক শিক্ষিত জগতের চিন্তা-স্রোতে বিপ্লব আনয়ন করিবে। তাঁহার অনবদ্য চরিত্র শত শত বিরাট্ গ্রন্থ-সদৃশ। তাঁহার প্রাত্যহিক চরিত্রের মধ্যে অনেক কিছু শিক্ষা করিবার বিষয় আছে। কি ভাবে পরমার্থের পথে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহাই ছিল তাঁহার সর্ব্বক্ষণ ধ্যানের বিষয়। 'আর সময় নাই—নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবার অবসর নাই; এই জীবনেই ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইবে—'বুজ্‌রুকীর দ্বারা নহে, বোকা লোক ঠকাইয়া নহে,'—ইহাই তিনি সর্ব্বক্ষণ বিচার করিতেন। অধোক্ষজ ভগবানের কি করিয়া সুখ হইবে, তাঁহার অনুসন্ধানেই তিনি সর্বদা প্রমত্ত ছিলেন। তাহাতে তিনি নিজের সুখানুসন্ধানকে সর্ব্বতোভাবে বলি দিয়াছিলেন। সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকিয়া কিরূপে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতে হয়; তাঁহার অভূতপূর্ব্ব আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার কথা ও লেখনী যেরূপ paradoxical, তাঁহার জীবনীটীও সেইরূপ paradox. তিনি বাহিরে গৃহস্থ-বেষী হইলেও সর্ব্বক্ষণ মঠবাসী ছিলেন, সর্ব্বক্ষণ বৈষ্ণব-সঙ্ঘের মধ্যে বাস করিয়াছেন। তিনি

গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস—এই দুইটি আপাত-বিরুদ্ধ ব্যাপারকে সেবার ভূমিকায় মিলন করাইয়াছেন। গৃহস্থ হইয়াও কি করিয়া ত্রিদণ্ডী গোস্বামী হওয়া যায়, তাহার আদর্শ তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যে পরিবারবর্গকে ঘৃণা করিতেন কিংবা তাঁহাদের সহিত আলাপ বা তাঁহাদের দর্শন করিতেন না, তাহা নহে; তাঁহার perspective—out-look (দৃষ্টি ভঙ্গী) অন্য রকম ছিল। তিনি যে ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া সকল জিনিষ দর্শন করিতেন, তাহা ছিল শরণাগতি। যদি মিশনের মধ্যে শরণাগতের কোন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ থাকেন, তবে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু। ইহা তাঁহার অতি বড় শত্রুগণও অস্বীকার করিতে পারিবে না। তাঁহার বিচার ছিল—"আমি নিজে init ative নিয়া কিছু করিব না, বৈকুণ্ঠভূমি বা গুরুবর্গের নিকট হইতে যে ইঙ্গিত ও আদেশ আসিবে, তাহারই অনুসরণ করিব।" ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। অন্য বৈষ্ণব বা গুরুবর্গ না বলা পর্যন্ত তিনি আহার, বিশ্রাম, উপবেশন বা গমন, কিছুই করিতেন না। অনেকে ইহা দেখিয়া হাসিতেন। বিরোধিগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে 'পাগল' ও fanatic বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শরণাগতির বিচার প্রভুপাদের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে। বাস্তব সত্যনিষ্ঠা fanaticism (ধর্ম্মোন্মত্ততা) নহে, তাহা স্বৈরিণীর চিত্তবৃত্তি নহে—অব্যভিচারিণী সতীর চিত্তবৃত্তি। তিনি যেখানেই যাইতেন, সেখানেই তাঁহার আচার ও ব্যবহারের দ্বারা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া লইতেন। সেখানেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব সকলের অনুভবের বিষয় হইত। তাঁহার যে কিছু অদ্ভুত দর্শন বা বিস্ময়কর রূপ ছিল, তাহা নহে,

কিন্তু তাঁহার আত্মনিবেদনময় ব্যক্তিত্বে কেহই আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। বহু বড় বড় লোক বহু মনীষী, উড়িষ্যার করদরাজ্য-সমূহের অনেক রাজা তাঁহার ছাত্র। তাঁহারা তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন, মনোযোগ-সহকারে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেন,—ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

তিনি হংসের মত সার গ্রাহী ও পরমহংসের পথের পথিক ছিলেন। যে কোন ব্যপার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তাহা ভগবৎ সাক্ষাৎকারের অনুকূল কি প্রতিকূল তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় যে সারগ্রাহী মহাবীর-বৈষ্ণবের আদর্শের কথা বলিয়াছেন, শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্রে সেই জ্বলন্ত আদর্শই প্রকটিত হইয়াছিল।

সারগ্রাহী ভজন্ কৃষ্ণং যোষিদ্ভাবাশ্রিতাত্মনি।
বীরবৎ কুরুতে বাহ্যে শারীরং কর্ম্ম নিত্যশঃ॥
পুরুষেষু মহাবীরো যোষিৎসু পুরুষস্তথা।
সমাজেষু মহাভিজ্ঞো বালকেষু সুশিক্ষকঃ॥
অর্থশাস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠঃ পরমার্থ প্রয়োজকঃ॥
শান্তিসংস্থাপকো যুদ্ধে পাপিনাং চিত্তশোধকঃ॥

আত্মায় যোষিদ্‌ভাব প্রাপ্ত হইয়া সারগ্রাহী মহোদয়গণ কৃষ্ণ-ভজন করেন, তথাপি সর্ব্বদাই বাহ্যদেহে শরীর-কর্ম্মসকল বীরভাবে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আহার, বিহার, ব্যায়াম, শিল্প-কার্য্য, বায়ু-সেবন, নিদ্রা, যানারোহণ, শরীর-রক্ষা, সমাজ-রক্ষা, দেশ-ভ্রমণ

প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাঁহাদের চরিত্রে যথাযোগ্যভাগে পরিলক্ষিত হয়। সারগ্রাহী বৈষ্ণব পুরুষদিগের মধ্যে বীরভাবে অবস্থিতি ও কার্য্য করেন। স্ত্রী-জাতির আশ্রয় পুরুষ হইয়া যোষিদ্‌বর্গের নিকট পূজনীয় হন। সমাজ-সকলে অবস্থিত হইয়া সামাজিক কার্য্য-সমুদয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বালক-বালিকাগণকে অর্থ-বিদ্যা-শিক্ষা দিয়া প্রধান শিক্ষকরূপে পরিগণিত হন। শারীরিক ও মানসিক যত প্রকার বিজ্ঞান-শাস্ত্র আছে এবং শিল্প-শাস্ত্র ও ভাষা-বিজ্ঞান-ব্যাকরণ ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্র প্রভৃতি সকলই অর্থ শাস্ত্র। ঐ সকল অর্থ-শাস্ত্রদ্বারা কোন-না-কোন শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক বা সামাজিক উপকার উৎপন্ন হয়; ঐ উপকারের নাম- অর্থ। কিন্তু পারমার্থিক পণ্ডিতেরা ঐ অর্থ হইতে সাক্ষাৎরূপে পরমার্থ সাধন করেন। সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ অর্থ-শাস্ত্রের যথোচিত আদর-পূর্ব্বক তাহার সম্যক্ আলোচনা করিতে কখনই বিরত হন না। ঐ সমস্ত অর্থ-শাস্ত্রের চরমগতিরূপ পরমার্থ অনুসন্ধান করত তিনি সকল অর্থবিৎ পণ্ডিতের মধ্যে বিশেষরূপে পূজিত। পরমার্থ-নির্ণয় অর্থবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার সহকারিত্বে পরিশ্রম করিতেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তি-সংস্থাপকরূপে সারগ্রাহী বৈষ্ণব বিরাজ করেন। নানাবিধ পাপীদিগকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করেন না। কখন গোপনীয় উপদেশ, কখনও প্রকাশ্য বক্তৃতা করত, কখন বন্ধুভাবে, কখন বিরোধভাবে, কখন স্বীয় চরিত্র দেখাইয়া, কখন বা পাপীর দণ্ডবিধান করত সারগ্রাহী বৈষ্ণব-গণ পাপীদিগের চিত্ত-শোধনে বিশেষ তৎপর থাকেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু অর্থ-শাস্ত্রের প্রকৃত অধ্যাপক বা মহামহোপদেশক ছিলেন। অব্যর্থকালত্বই যে অর্থদ মানব-জীবনের প্রকৃত মূল্য, ইহা তিনি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মুখপত্র— সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' ও পাক্ষিক 'শ্রীগৌড়ীয়' পত্র, দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' ইংরাজী ভাষায় প্রচারিত Harmonist, উৎকল ভাষায় প্রচারিত 'পরমার্থী' (পাক্ষিক) প্রভৃতি পারমার্থিক সাময়িক পত্রে শত শত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত Statesman, Amritabazar' Advance, Madras Mail. Hindu. Bombay Chronicle, Search Light, Star of India, Hindusthan Times, প্রভৃতি সাধারণ সংবাদ পত্রেও বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তিনি ইংরাজী ভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত হইয়াছে—

1. What Gaudiya Math is doing ?
2. Erotic Principle and Unalloyed Devotion.
3. Sree Krishna Chaitanya.
4. Sree Chaitanya Bhagabat (Eng. Translation)
5. Sri Sharanagati (Eng. Translation)
6. Brahma Samhita 5th. Chapter (Translated into English in collaboration with Srila Tirtha Goswami Maharaj).

সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় সম্পাদিত গ্রন্থ

১। শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা ২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্রীশ্রীধরস্বামীর টীকা প্রভৃতির সহিত) ৩। শ্রুতিরত্নমালা।

তাঁহার সেবানুকূল্যে উৎকলভাষায় ও অক্ষরে প্রকাশিত গ্রন্থ

১। শ্রীহরিনামচিন্তামণি, ২। সাধনপথ, ৩। কল্যাণ-কল্পতরু, ৪। গীতাবলী ৫। শরণাগতি ইত্যাদি।

তিনি "শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী"র ইংরেজী অনুবাদ ও ইংরেজীতে "বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি"র শব্দ সঙ্কলন এবং এতদ্ব্যতীত বহু প্রবন্ধ ও নিবন্ধের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। তিনি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত "Life and Precepts of Sri Chaitanya Mahaprabhu" গ্রন্থের পরিশিষ্ট রচনা করিয়াছেন এবং শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের রচিত "Srila Thakur Bhaktibinode" ও "Srila Saraswati Thakur" ও অন্যান্য বহু ইংরেজী গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন।

বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত তাঁহার পত্রাবলী-সাহিত্য সাধন-পথের যাত্রিগণের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলপ্রদ ও উপদেশপূর্ণ। উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল। তাঁহার আরও দিনপঞ্জী আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাও ক্রমশঃ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে।

—(*)—

শ্রীল ভক্তিসুধাকর

(দিন-পঞ্জী)

ক্যাপ্টেনের লিপি

(চিত্র-নাটি)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দিন-পঞ্জী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

Jan. 16, Sunday, 1938.

প্রাতে পাঠ ও আফিসের কার্য্য করিতে ৭॥ টা হইল। উপরে আসিবার পর *** প্রভু কএকটি কার্য্য লইয়া আসিলেন। চিঠিপত্রও আসিল। সুতরাং সময় অনুসারে কার্য্য করিতে পারা গেল না। অফিসে ১২ টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। একটি নবাগত ছেলের পরিচয় লইতে হইল। উপরে আসিয়া বইগুলি সাজাইলাম। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে নীচে গিয়া ভদ্রলোকদিগের সহিত আলাপ করিতে ৮ ৪৫ টা হইল। *** Harmonist এর জন্য লেখা আরও সহজ হওয়া আবশ্যক। সেইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে।

Transcendental Person এর প্রতি শ্রদ্ধা, অনুরাগ হইলে জড়ীয় আসক্তি থাকে না। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের নিষ্কপট সেবকগণের প্রতি প্রাকৃত-বুদ্ধি করিলে অপ্রাকৃত অনুভূতি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। আরোপ করাও ঠিক নয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগত জনগণের প্রতি অপ্রাকৃত-বুদ্ধিতে অনুরাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে কখনই শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মে অপ্রাকৃত-অনুভূতি পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না। শ্রীল আচার্য্যদেব কি তত্ত্ব, তাহা জানিবার উপায় কি? সাধারণভাবে জানিতে চেষ্টা করাও অপরাধ-জনক। সুতরাং জানিয়া-শুনিয়া সেরূপ করিতে যাওয়া আদৌ সঙ্গত নহে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
১৭ই জানুয়ারী, সোমবার, ১৯৩৮

Harmonist এর Proofs আগামীকল্য হইতেই শ্রীল আচার্য্যদেব, দেখিবেন, বলিলেন।

ইষ্টগোষ্ঠীতে আজ আমার বক্তব্য ছিল যে, অন্যের নিকট হইতে শ্রবণ করা আবশ্যক। কীর্ত্তনকারীর প্রতি সশ্রদ্ধ না হইলে শ্রবণ হয় না। অত্যন্ত অযোগ্য ব্যক্তিও শ্রীগুরুদেব দ্বারা আদিষ্ট হইলে কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। সুতরাং তাঁহার অযোগ্যতা বিচার করিলে ভক্তির চরণে অপরাধ হয়।

৪টি ছেলে প্রাতে আসিয়াছিল। তাহাদিগকে নিয়মিতভাবে মঠে আসিবার জন্য বলা হইল। একজন B. A পর্য্যন্ত পড়িয়াছে।

একজন M. A. ও একজন B. E. পাশ, চতুর্থ ছেলেটি Matric পাশ করিয়া ব্যবসা করিতেছে। * * *

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

১৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার, ১৯৩৮

প্রাতে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ২।৩ অধ্যায় পড়িলাম। মনকে পুনরায় উক্ত সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিতে কিছু সময় লাগিবে। Harmonist সম্বন্ধেও চিন্তা করা আবশ্যক। Management এর কার্য্যে সময় কমাইয়া দেওয়া আবশ্যক। ক্রমশঃ উহা করিতে হইবে। Pressএর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন না করিলে Harmonist নিয়মিতভাবে বাহির হওয়া সম্ভব হইবে না। শ্রীল আচার্য্যদেব Harmonist এর Proof ইত্যাদি নিজে দেখিয়া দিবেন বলিয়াছেন। * * * বৈকাল বেলা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থের এক তৃতীয়াংশ পৃঃ লিখিলাম। এখনও vol. সমাপ্ত হইতে ২৫০-৩০০ পৃঃ লিখিতে হইবে। প্রত্যহ গড়ে ৫পৃঃ হিসাবে লিখিতে পারিলে ২মাসের মধ্যে লেখা শেষ করা যাইতে পারে। Seheme of chapters ঠিক আছে। Harmonist সম্বন্ধে কিছু নূতন লেখা আজ হইল না। সাধারণভাবে পূর্ব্বের vol. গুলির ধরণ স্মরণ করিবার জন্য কতকগুলি পূর্ব্ব সংখ্যা আলোচনা করিলাম। * * * প্রত্যহ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ও Harmonistএর জন্য তিনটি sittingএর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভোরে studyর জন্য ২ ঘণ্টা সময় রাখা হইয়াছে। উহা administrative work হইতে free না হওয়া পর্য্যন্ত available হইবে না। সন্ধ্যা-বেলা

আফিসে কাটিয়া গেল। ৩টি ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা হইল। * * * সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীল আচার্য্যদেবের ঘরে কিছুক্ষণ গিয়াছিলাম। শ্রীল প্রভুপাদের যে-সমুদয় কার্য্য আমাদিগকে করিতে হইবে, তাহার মধ্যে ১০৮টি পাদপীঠ-স্থাপন একটি প্রধান এবং বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সম্পূর্ণ করা। পুন্‌পুন্‌, রামকেলি, কুমারহট্‌, শান্তিপুর্‌ প্রভৃতি স্থানে পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। শ্রীমায়াপুরের সেবা, যথা—রাস্তা, সমাধি-মন্দির-নির্ম্মাণ। 'জৈবধর্ম্মে'র ইংরাজী অনুবাদ। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলীর ইংরেজী অনুবাদ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

২৭শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার, ১৯৩৮

একাদশী। সেবা-কার্য্যের প্রাত্যহিক একটা তালিকা ও সময় বিভাগ করা অবশ্যক-বিচারে সেইরূপ একটি লিখিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত তালিকা অনুসারে সেবা-কার্য্য নিয়মিতভাবে করা কর্ত্তব্য। যাহারা এরূপ বাঁধাবাঁধিভাবে চলিতে অনিচ্ছুক, তাহাদের সহিত একমত হওয়া সঙ্গত নহে। অথচ নিয়ম মানিয়া চলাই সেবা, ইহাও সদ্‌বিচার নহে। 'নিয়ম অগ্রহ' ও 'নিয়ম আগ্রহ'- উভয়ই পরিত্যাজ্য। * * *

পাঠের প্রয়োজনীতা আছে। হারমনিষ্ট্‌ ও 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যে'র যে-সমুদয় বিষয় প্রতিদিন লিখিতে হইবে, তাহা প্রত্যূষে স্থিত করা যাইবে। তাহা হইলে লেখা সহজ, স্বাভাবিক ও দ্রুত হইবে। এই দুইটি কার্য্যই সর্ব্বপ্রধান।

হারমনিষ্ট্‌—প্রচারের মুখ পত্র। International মুখ-পত্র হারমনিষ্টের গ্রাহক বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহার publication regular করিতে হইবে। প্রত্যহ একটি প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। তাহা হইলে প্রবন্ধের কোন অভাব হইবে না। প্রচারের উপযোগী হইবে। অন্বয়ভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ এখন লেখা আরম্ভ করা আবশ্যক হইয়াছে। উহা অবশ্য পাঠকের পক্ষে বুঝিতে পারা অপেক্ষাকৃত কঠিন হইবে। varietyও আবশ্যক। তজ্জন্য পাঠও প্রয়োজন। বিষয় স্থির করিয়া তাহার জন্য reference সংগ্রহ করিতে হইলে পাঠ দরকার হইবে। Exact reference দিলে প্রবন্ধের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। সেবা-কার্য্যের সময়-তালিকায় প্রত্যহ তিনবার হারমনিষ্টের সেবার ব্যবস্থা আছে। তাহার মধ্যে প্রত্যেকবারই এই সমুদয় কার্য্য করিতে হইবে অর্থাৎ প্রচারের উপযোগী বিষয় নির্ব্বাচন—reference সংগ্রহের জন্য পাঠ ও চিন্তা- প্রবন্ধ-রচনা—প্রবন্ধ-সংশোধন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন। Finish অর্থাৎ সম্পূর্ণতা যাহাতে হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' প্রতিদিবস তিনবার লিখিবার ব্যবস্থা আছে। প্রাতঃ ৫ ৭টা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে'র সেই দিবসের লিখিবার বিষয় সম্বন্ধে পাঠ ও চিন্তা করা যাইতে পারে। হারমনিষ্টের প্রবন্ধ-সম্বন্ধে যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই যথেষ্ট। পূর্ব্ব হইতে পাঠ ও চিন্তা করিয়া প্রস্তুত হইতে পারিলে এক sittingএ অন্ততঃ ২ পৃষ্ঠা লেখা সহজ হইবে। সুতরাং প্রতিদিন ৫ পৃঃ হিসাবে লিখিতে পারা সম্ভব।

প্রত্যহ ৫ পৃঃ হারমনিষ্ট্‌ ও ৫ পৃঃ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' লেখা সম্ভব ও আবশ্যক। ফলকথা, প্রত্যহ মোটের উপর গড়ে ১০ পৃঃ লিখিতে হইবে। হারমনিষ্টের জন্য প্রত্যহ ৫ পৃঃ লেখা আবশ্যক হইবে না। কিন্তু 'কৃষ্ণচৈতন্য' ৫ পৃঃ প্রত্যহই লিখিতেই হইবে। হারমনিষ্টের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের অধিকাংশ পাঠের জন্য পাওয়া যাইতে পারিবে। তাহা ছাড়া বিবিধ বিষয়ে লিখিবারও আবশ্যক প্রায়ই হইবে। হারমনিষ্টের জন্য worldএর current thought এর সঙ্গেও যোগ রাখা আবশ্যক হইবে।

প্রচার বাহিরের লোকের সঙ্গে আলাপ ও দেখা-সাক্ষাতের জন্য সময় ধার্য্য করা হয় নাই। উহাও প্রতিদিনই আবশ্যক হইবে। সুতরাং নিয়ম পালনের জন্যও নির্দ্দিষ্ট সেবাকার্য্যগুলির মুখ্য ও গৌণ বিচার আবশ্যক হইবে। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ৫পৃঃ লেখা সর্ব্বাপেক্ষা মুখ্য-সেবা। তাহা অপেক্ষাও মুখ্যতর, **সর্ব্বাপেক্ষা মুখ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের সেবা।** ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে।

বৈকালে ইস্টগোষ্ঠী ও সন্ধ্যায় আফিসে হরিকথা বলিলাম। আচার্য্যদেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিলাম। * * আগামী কল্য শ্রীমায়াপুর যাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

২৮ জানুয়ারী, শুক্রবার, ১৯৩৮

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থ যত শীঘ্র সম্ভব সমাপ্ত করিতে হইবে। হারমনিস্ট্‌ regular করিতে হইবে। প্রত্যহ এই দুইটী

কার্য্য নিয়মিত করিয়া অন্য সেবা করা আবশ্যক। ‘শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য’ গড়ে ৫ পৃঃ লিখিতে হইবে। অনুবাদ ২ পৃষ্ঠার বেশী হইবে না। original লেখা ৭।৮ পৃষ্ঠাও হইতে পারিবে। হারমনিস্ট্ প্রত্যহ গড়ে ২ পৃষ্ঠা লিখিতে ১ ঘণ্টা সময় লাগিবে। ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ অন্ততঃ ৪ ঘণ্টা লিখিতে হইবে। হারমনিষ্ট্ revision ইত্যাদির জন্য আরও ১ ঘণ্টা আবশ্যক হইবে। ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ প্রত্যহ অন্ততঃ তিনটী sitting ও হারমনিস্ট্ অন্ততঃ দুইটী sitting দিতে হইবে। maximum speedএ work করিতে হইবে। প্রাতে ৫-৬টা ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে’র ১ম sitting হইবে। ৭-৮টা দ্বিতীয় sitting। বৈকালে ও সন্ধ্যায় আর একটা sitting. হারমনিস্ট্ প্রাতে ৮-৯টা, বৈকালে ও সন্ধ্যায় আর একটা sitting. * *

বৈকালে লালগোলার প্যাসেঞ্জারে শ্রীমায়াপুর রওনা হইলাম। * * হুলোর ঘাট হইতে রাস্তা মেরামত হইতেছে, তজ্জন্য মহাপ্রভুর বাড়ীর রাস্তায় না গিয়া মাঠের মধ্য দিয়া গাড়ী ঘুরাইয়া লইতে হইল। সে রাস্তা ভাল নয়। মঠে পৌঁছিতে খুব দেরী হইল। * *

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ-ঘাটের গাড়ীতে * * ঘোষ নামক নবদ্বীপের এক ব্যক্তি বলিলেন যে, মায়াপুরই একমাত্র সত্য। * * গাড়ীতে ‘নদীয়াপ্রকাশ’ বিক্রয় করিলেন। গাড়ীতে হরিনাম করিলাম, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পড়িলাম।

শ্রীচৈতন্যমঠ: শ্রীমায়াপুর

২৯শে জানুয়ারী, শনিবার, ১৯৩৮

প্রাতে অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে সনাতন-শিক্ষা পাঠ করিলাম। "শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তাঁ'রে করে তৎকালে আত্মসম॥" * * * 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' অর্দ্ধ পৃষ্ঠা লিখিলাম। * * * দুপুরবেলা কুমিল্লাবাসী এক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। তিনি এই বৎসর ঢাকা হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়াছেন। ২॥ টার সময় অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে ইষ্টগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' লিখিলাম। সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে'র নিত্যানন্দ-ধর্মশালার ছাত্রদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম ও 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউটে'র উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে বলিলাম। 'মঠ ও ছাত্রাবাস একই পদ্ধতিতে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়'—ইহাই আমার বক্তব্য ছিল। অথচ কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা মিশনের আদৌ উদ্দেশ্য নহে। * * * মহাপ্রভুর বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় মাটি ফেলান হইতেছে, দেখিলাম। শ্রীচৈতন্যমঠের সংলগ্ন ছাত্রদিগের এবং মঠবাসীদিগের বাসস্থান দেখিলাম।

৩০শে জানুয়ারী, রবিবার, ১৯৩৮

প্রাতে অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে ৬-৭টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীসনাতন-শিক্ষার পূর্ব্বদিনের আলোচিত অংশের

পরবর্ত্তী কয়েকটি পয়ার পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলাম। বৈধী ভক্তির সংজ্ঞা ও লক্ষণের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলাম। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' লেখা। * *। ২॥টায় * * নবদ্বীপে রওনা হইলাম। সন্ধ্যার পরে কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীরে আসিয়া রাত্রিবাস করিলাম।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

৩১শে জানুয়ারী, সোমবার ১৯৩৮

প্রাতে ১০ টায় কলিকাতায় পৌঁছিলাম। সন্ধ্যাবেলা * * প্রসাদ পাইলাম।

১লা ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার ১৯৩৮

প্রাতে এক পৃষ্ঠা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' লিখিলাম। * * সকালে ১ ঘণ্টা Mr. * * Sen-এর সহিত অনেক কথা হইল। তাঁহার জিজ্ঞাস্য যে intellectual ব্যক্তির সংখ্যা মিশনে অধিক না থাকিলে movement value থাকিবে না। ইহা অবশ্য ভুল। কিন্তু প্রচারের জন্য intellectual লোকের দরকার আছে।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ও হারমনিষ্ট্-এর কার্য্য সম্বন্ধে সন্ধ্যা-বেলা চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিলাম।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লীলা-বর্ণনের একটা পারম্পর্য্য আছে, উহা ধরিতে পারা আবশ্যক। মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ-লীলা—শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের বর্ণনীয় বিষয়। তাহার একটা গূঢ় ক্রম-বিকাশ আছে। ইহা শ্রীল আচার্য্য-দেব অনেকবার ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা অখণ্ডরূপে হৃদয়ে স্ফূর্তি লাভ করিলে তাহার ক্রম অনুভূত

হইতে পারে। এখন খণ্ডিত মনে হয়। অবশ্য অসংলগ্ন মনে হয় না। কিন্তু স্বাভাবিক ক্রমও বুঝিতে পারা যায় না। এ সম্বন্ধে ভালরকম চিন্তা করার আবশ্যক আছে।

হারমনিষ্টে পরবর্ত্তী প্রবন্ধ হইবে—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। * *

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী প্রথম খণ্ডের ইংরাজী অনুবাদের Copy মাদ্রাজ হইতে পাওয়া গিয়াছে। উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে পারে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
২রা ফেব্রুয়ারী বুধবার ১৯৩৮

হারমনিষ্টের কোনও কাজ হইল না। আজ অনেক সময় হরিনাম করিলাম ও আচার্য্যদেবের নিকট অবস্থান করিলাম। বর্ত্তমান অবস্থায় আমার ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিলাম। আগামী কল্য হইতে নিয়মিতভাবে প্রত্যহ ১ লক্ষ্য হরিনাম করিতে হইবে। তাহা হইলে নিদ্রাধিক্য হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

৩রা ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার ১৯৩৮

প্রাতে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এক পৃষ্ঠা লিখিলাম। আফিসে কাজ করিলাম। পূর্ব্বদিনের Correspondenceএর বাকী অংশ সমাপ্ত করিলাম। আচার্য্যদেবের নিকট কিছুক্ষণ বসিলাম। * * প্রসাদ পাইবার পরে আচার্য্যদেবের নিকট কিছু সময় উপস্থিত ছিলাম এবং অল্প সময়ের জন্য আফিসে বসিলাম। * * *

আচার্য্যদেবের নিকট হইতে সমুদয় চিঠি লইয়া পড়িলাম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট বসিলাম। অনেক বিষয়ে আলোচনা হইল। সন্ধ্যার পরে আফিসে আসিলাম। * * * আসিলেন। তিনি * * Clubএর জন্য এখানকার Publications গুলি চান। পাঠাইয়া দিতে হইবে। তিনি Zoology of the Hindus সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে তাহার অনেক সংবাদ পাইয়াছিলেন, বলিলেন। আমি তাঁহাকে আমাদের পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখিতে বলিলাম। তাঁহার সহিত Relation between spiritual and material worlds সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। Correspondence সম্বন্ধে * * প্রভুকে instructions দিলাম। * * তাঁহার গ্রন্থ আমাকে দেখাইবেন, বলিলেন। * *

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

৪ঠা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার, ১৯৩৮

৩ টার সময় নিদ্রা ভাঙ্গিল। * * হরিনাম করিলাম। ৫টায় শয্যা-ত্যাগ। ৫॥-৬॥টা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' লেখা। ৫-৫॥টা, ৬॥-৬-৪৫টা প্রাতঃকৃত্য। ঘড়ি দম দেওয়া হইল—৭ টায়। arrange work of the day ৬-৪৫-৭টা, ৭-৯টা আফিস। ৯-১০টা বাসায় গেলাম।

ব্যাসপূজা-সংখ্যা নদীয়া প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করিলাম। Sree Ch. Mahaprabhu : His Life and Precepts পড়িলাম। * * • হরিনাম করিলাম।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

৫ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার, ১৯৩৮

ব্যাস পূজার জন্য প্রবন্ধ (নদীয়াপ্রকাশের জন্য) লেখা শেষ হইল। Life and Precepts জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

আচার্য্যদেব অর্চ্চনের আবশ্যকতা-সম্বন্ধে অ*কে অনেক কথা বলিলেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী. মঙ্গলবার ১৯৩৮

বিশ্বনাথ মহারাজ কেলকার ও তাঁহার সেক্রেটারী প্রাতঃকালে মঠে * * * তীর্থ মহারাজের সহিত দুই ঘণ্টাকাল আলাপ করিলেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার ১৯৩৮

*

Life and Preceptsএর account of Thakur Bhakti Vinodeএর গ্রন্থের তালিকা পুনরায় সংশোধন করা হইল। ** হামবড়া ভাব অপেক্ষা জঘন্য বৃত্তি নাই। প্রতিষ্ঠা-আকাঙ্ক্ষাই পরমার্থ-পথে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাধা-জনক। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা—এই তিনটিই একত্র অবস্থান করে,—ইহাও প্রমাণিত হইতেছে। আর একটি বিষয়ও ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা এই —শ্রীল আচার্য্যদেবের ব্যক্তিত্ব। কিরূপভাবে মিশনের

ভবিষ্যৎ গঠিত হইতেছে, তাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য। শ্রীল আচার্য্যদেবের অতিমর্ত্ত্য-লীলার প্রকৃত বিবরণ প্রকাশিত হইলে জগতের পরম-মঙ্গল সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

১০ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার ১৯৩৮

প্রাতে Life and Precepts এর Preface এর corrections copy করিলাম। চিঠিগুলি post করিয়া dispost of করিলাম। ১-৪টা পর্য্যন্ত ইষ্টগোষ্ঠি। * Hermonist proof, Vyas Puja offering correct করিলাম। সেবা-কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। *

১১ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার ১৯৩৮

Sree Vyas Puja offering correet করিলাম। Correspondenee. আচার্য্যদেবের নিকট উপস্থিত ছিলাম। প্রাতে নাট্যমন্দিরে হরিকথা বলিলাম। বৈকালে তীর্থ মহারাজ ও আচার্য্যদেবের নিকট হরিকথা শুনিলাম। রাত্রে তীর্থ মহারাজের পাঠ শ্রবণ করিলাম এবং অফিসে হরিকথা বলিলাম। গৌড়ীয়-মিশনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্বন্ধে কয়েকটি points লিখিলাম। তদানুসারে ইংরাজীতে একখানা pamphlet লিখিতে হইবে।

শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তিসন্দর্ভ হইতে পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, মহাভাগবতের সঙ্গ লাভ করিয়াও কেন সুবিধা হয় না।

ভৈমী একাদশী ও বরাহ দ্বাদশীর উপবাস।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

১২ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার, ১৯৩৮

The case between the Mission & X is this: The Mission says that no one who is not mukta can be Guru. X says that those who are not muktas can be fit to carry the message of the Guru to other persons by the method of unconditional submission without insincerity. The Mission says that the actual spoken words ftom the lips of the Guru can alone afford the necessary help to all who are not muktas whether they are disciples or not disciples. X does not admit any of these principles. The Mission says that it is the only function of all members of the Mission to serve the Guru by the method of unconditional submission. The Mission says that all properties of the Mission are to be used for the service of Sri Gurudeva under His absolute direction X does not admit this. X thinks that money spent by those who are not muktas and who are not under the absolute direction of the Guru, is also accepted by Krishna, if it is spent for His service according to their convictions. The one position is the categorical denial of the other.

প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ আরম্ভ হইল। আমি প্রথমে পাঠ করিলাম। আজ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রকট-তিথি। শ্রীমায়াপুর যাইতে হইবে।

রেঙ্গুন

২৭শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার ১৯৩৮,

২৫শে এখানে পৌঁছিয়াছি। ২৫শে, শুক্রবার বেঙ্গল একাডেমীতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিনন্দন-সভায় * * বক্তৃতা হইয়াছিল। গতকল্য ২৬শে শনিবার বেলা ৪টার পরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমূর্ত্তি (অর্চ্চা) সম্বন্ধে উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। কুম্ভকার প্রভৃতি দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি, নির্ম্মিত হইয়াছেন, এইরূপ বিচার 'নগ্নমাতৃক-ন্যায়ে'র সদৃশ। দীক্ষার দ্বারা অর্চ্চন-যোগ্যতা সাধিত হয়। সেবকের 'দ্রষ্টা'-অভিমান নিবৃত্ত হয়। শত শত জন্ম অর্চ্চনের ফলে নামের সেবা লাভ হয়। মহাপ্রভু যোগ্য-অযোগ্যকে অবিচারে শ্রীনামের সেবা দান করিয়াছেন।

সন্ধ্যার পরে (৮-১৫- ৯৩০ মিঃ পর্য্যন্ত) শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা হয়। বিষয়—'মহাপ্রভুর দান'। সরল ভাষায় বক্তৃতা হইয়াছিল। মহাভারত হইতে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা বক্তব্য বিষয় সহজ-বোধ্য করিয়াছিলেন। শ্রীমূর্ত্তি যে-Pandalএ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই স্থানে বক্তৃতা হইয়াছিল। বিস্তৃত Pandal বহু শ্রোতা দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। সকলেই ধৈর্য্য-সহকারে শেষপর্য্যন্ত তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। * * *

ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতার পূর্ণ-ব্যবহার দ্বারা ভগবানের— শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সর্ব্বক্ষণ সেবা করা আবশ্যক। সর্ব্বাত্ম-দ্বারা আশ্রিত-পদ

না হইলে নানা বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হয়। "আনের মন রাখিতে গিয়া নিজেকে দিবে ফাঁকি।" শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত প্রভুর এই কথাটির মর্ম্ম অনুসন্ধান করা আবশ্যক। শ্রীল আচার্য্যদেবের exclusive সেবাই একমাত্র প্রয়োজনীয়। তাঁহার ঐকান্তিক সেবার তাৎপর্য্যে অপর সকলের সেবা-লাভ সম্ভব। পৃথগ্‌ভাবে অপরের সেবার চেষ্টা—প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য। তাদৃশ বিচারহীন আচার দ্বারা অধঃপতিত হইতে হইবে। অপক্ক ব্যক্তি-দিগের নিকট হইতে নিজের সেবার বিষয় সর্ব্বদা সযত্নে গোপন করিতে হইবে। উহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সদাচার। কাহারও সেবা-গ্রহণ পিপাসা পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী হইতে হইবে এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ মহা-মহাপ্রসাদরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। অবৈষ্ণবকে উপেক্ষা-দ্বারা সম্মান করিতে হইবে। গুরুনিন্দকের কণ্ঠরোধ করিতে হইবে।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' (দ্বিতীয় খণ্ড) মহাপ্রভুর-সন্ন্যাস পর্য্যন্ত। * * Personal attendance on Srila Acharyyadev—এইজন্য প্রত্যহ ৫ঘণ্টা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রত্যেক কথাই যথাসম্ভব note করিতে হইবে। note দুই রকমের হইবে—(১) আদেশ, (২) হরিকথা। আদেশগুলির জন্য ছোট pocket note Book এবং হরিকথার জন্য বড় বাঁধান note Book আবশ্যক। তাহা হইলে noteগুলি সংরক্ষিত হইবে। নিজের চিন্তা এই খাতায় লিখিতে হইবে—pocket Bookএ লেখা যাইতে পারে সংক্ষেপে। * *

রেঙ্গুন

২৮শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার, ১৯৩৮

গত কল্য বৈকালে বেঙ্গল একাডেমীর হেড্ মাষ্টার লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে অনেক আলাপ হইল। তিনি বেশ মনোযোগের সহিত কথাগুলি আলোচনা করিলেন।

গত সন্ধ্যা-বেলা pandalএ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা হইল। * * গত পরশ্ব দিনের অপেক্ষাও অধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা সকলে শেষ-পর্য্যন্ত মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। গত কল্য সারাদিন ও রাত্রিতেও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। ৪।৫ হাজারের অধিক লোক প্রসাদ পাইয়াছেন। * * ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য হরিকথাকে বিকৃত করিয়া প্রচার করিবার আবশ্যক নাই। গতকল্য প্রসাদ পাইতে রাত্রি ১২টা হইল। মহোৎসব খুব সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে

৩রা মার্চ, বৃহস্পতিবার, ১৯৩৮

গতকল্য রাত্রিতে এখানকার সেবার সাহায্যকারী ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা ও বালক-স্বেচ্ছাসেবকদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইল। তাহাদের সংখ্যা এক শতের কিছু অধিক ছিল। এই উৎসবের ব্যাপার আমি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতেছিলাম। * * সকলেই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিলেন। প্রত্যেকের নিজের কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি সম্পূর্ণ খর্ব্ব হইল এবং সমুদয় বিপদকে সকলে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য

করিবার জন্য অদম্য উৎসাহ ও আশা অনুভব করিলেন। ইহা অপেক্ষা উৎসবের অধিকতর সাফল্য হইতে পারে না। সেবার আনুকূল্য-বিধানকারী ব্যক্তিগণের ইহা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও অনুভূতির বিষয় হইলেও তাঁহারা প্রকৃতই লাভবান্ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। এই সমুদয়ই শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা—শ্রীল আচার্য্যদেব ইহার একমাত্র প্রকটকারী। কারণ, শ্রীল আচার্য্যদেবকে সেবকগণের নিরাশ্রয় চিন্তা কখনও স্পর্শ করে না; ইহা প্রত্যক্ষ ব্যাপার। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ এখানে কিছুদিন থাকিয়া প্রচার করিবেন, স্থির হইয়াছে। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের অনুপস্থিতিতে পরিক্রমার কার্য্য কিরূপভাবে পরিচালিত হইবে, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। **কিন্তু বিপদের আশঙ্কা যত অধিক হইবে ততই সম্পূর্ণ নিরাপদের বাস্তবতা অধিক অনুভূত হইবে,—ইহাও নিশ্চয়।** এই সমুদয় কারণে গত রাত্রের উৎসব এখানকার সমুদয় উৎসবাদি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। ইহা আমি শ্রীপাদ শচীনন্দন প্রভুকে বলিলে তিনিও ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন।

রেঙ্গুন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালীন জাহাজে

Erinpura (B.I.S.N.)

৪ঠা মার্চ, শুক্রবার, ১৯৩৮

প্রাতে হরিকথা বলিলাম, বিষয়—কীর্ত্তনই মূল বৈদিক উপাসনা-পদ্ধতি। মন্ত্রের ধ্যান ও জপ। শ্রীনামের কীর্ত্তন

মন্ত্র ও নাম—শব্দব্রহ্ম। বর্ণাশ্রম-আচার অবলম্বনৎপূর্ব্বক মন্ত্রদেবতার উপাসনা। বিষ্ণু—মন্ত্রদেবতা। বিষ্ণুদ্বারে জগতের সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ। বিষ্ণু তুরীয়—গুণাতীত বস্তু। উপাসনা-পদ্ধতি সিদ্ধান্তের অনুকূল হওয়া আবশ্যক। সুতরাং সমস্ত উপাসনা-পদ্ধতিই মন্ত্রাত্মক। **ভগবান্ সাধকের নিকট মন্ত্ররূপে প্রকাশিত। সিদ্ধের নিকট ভগবান, নামরূপে প্রকাশিত। মহামন্ত্র—যুগল নাম। মহামন্ত্র—যুগপৎ নাম ও মন্ত্র।** মহামন্ত্র কলিযুগের বিহিত সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের উপাস্য পরতত্ত্ব। কলিযুগধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত।

বৈকাল ২-৩টা—ভক্তিসন্দর্ভ ১ (ক), ১ম শ্লোক ভাষ্য ও অনুবাদ আলোচনা করিলাম। ক্রমে দ্রুত-পাঠ সম্ভব হইবে। কিন্তু যতক্ষণ পঠিত বিষয়ের সম্যক্ অর্থবোধ না হয়, ততক্ষণ উহার আলোচনা আবশ্যক। নচেৎ পল্লবগ্রাহিতা-দ্বারা ফলোদয়ের বাধা হইবে।

বৈকাল ৩—৩-৩০—ভজনরহস্য পাঠ

৩-৩০—৩৫০মি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (পূঃ বিঃ ১ লঃ)

রেঙ্গুন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালীন জাহাজে

Erinpura (B.I,S.N.)

৫ই মার্চ, শনিবার, ১৯৩৮

রুটিন্ অনুসারে কার্য্য আজ সম্ভব হইল না। তাহার প্রধান কারণ, জাহাজ ভীষণভাবে দুলিতেছে. সুতরাং বসিয়া থাকিবার

উপায় নাই। সর্ব্বদাই শুইয়া থাকিতে হইতেছে। প্রাতঃকালে ৪টার সময় শয্যা-ত্যাগের কথা, কিন্তু * * ৫॥ টায় উঠিলাম। কীর্ত্তন ও হরিকথায় প্রায় বেলা ৮টা হইল। প্রাতঃকৃত্যাদির পরে শ্রীল আচার্য্যদেবের কামরায় গেলাম। * * * ক্রমেই ঝাঁকানি বাড়িতেছে। এখনো নদীতে পৌঁছিতে বোধ হয় অনেক দেরী আছে। শুনিতেছি, আগামী কল্য বৈকাল ৫টায় জাহাজ হইতে নামিতে হইবে। কতক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ দোলাইবে, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

এখন কথা হইতেছে যে, রুটিন্ অনুসারে কাজ করিতে চেষ্টা করাও উচিত কি না। আমার মনে হইতেছে, তাহাতে নিয়মাগ্রহমাত্র হইবে। গুরু-বৈষ্ণবসেবাই একমাত্র কৃত্য। সাক্ষাৎ সেবাই প্রকৃত সেবা-পদবাচ্য। সুতরাং তাঁহাদের আদেশের জন্য অপেক্ষা করা কি একমাত্র কর্ত্তব্য নহে? তাহা হইলে রুটিনের মূল্য কি - এখন ত' সর্ব্বক্ষণই গুরুবৈষ্ণবের সাক্ষাৎ সেবায় জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়েকটি নিযুক্ত থাকিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই সুযোগ কায়মনোবাক্যে বরণ করাই কি একমাত্র কর্ত্তব্য নহে?

রেঙ্গুন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালীন জাহাজে

Erinpura (B.I.S.N.)

৬ই মার্চ্চ, রবিবার, ১৯৩৮

শ্রীভজনরহস্য দ্বিতীয় যাম-ভজন পাঠ করিলাম। তাহাতে শ্রীনাম-ভজনের ক্রম-পদ্ধতি সুন্দরভাবে দেওয়া আছে।

ব্যতিরেক ও অন্বয়—উভয় পদ্ধতিই প্রদত্ত হইয়াছে। এখন প্রাতঃকাল বেলা ৮টা, আর ২ ঘণ্টার ভিতরে গঙ্গাসাগরে পৌছিবার কথা।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

৮ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার, ১৯৩৮

অদ্য শ্রীল আচার্য্যদেব * * শান্তিপুর লোকেলে শ্রীমায়াপুর রওনা হইলেন। ইষ্টগোষ্ঠীতে যোগদান করিলাম। সেবাকার্য্যের তালিকা প্রস্তুত করিলাম।

১০ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার, ১৯৩৮

সন্ধ্যাবেলা * * retired Dist. Judgeএর সঙ্গে আলাপ করিলাম। প্রায় ১॥ ঘণ্টা কথাবার্ত্তা হইল। তিনি হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় যাইতে চান। আমাদের সঙ্গে তাঁহার থাকিবার সুবিধা হইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। * * *

সন্ধ্যাবেলার পাঠে নিয়মিতভাবে যোগদান করিলে ক্রমে শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে এবং মহাপ্রভুর পাদপদ্মেও কেহ কেহ আকৃষ্ট হইতে পারেন। পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্য-দেবের সম্পূর্ণ আনুগত্যে পাঠ হইলে শ্রোতাদিগের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু পাঠকদিগের আনুগত্যের অভাব হইলে ফল তত ভাল হয় না। * * মহারাজের পাঠে

বহু শ্রোতা হয়, কিন্তু ফলে একজনেরও মঙ্গল হয় না। শ্রীল তীর্থ মহারাজের পাঠ-শ্রবণে অনেকের মঙ্গল হইয়াছে ও হইতেছে। * * *

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

২৪শে মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার, ১৯৩৮

এখন হইতে লেখাপড়া করিবার অনেক সময় পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে। **হরিনাম আশ্রয় করিয়া জীবনের বাকী দিবস যাপন করিতে হইবে।** কিন্তু **শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা না করিলে হরিনামের কৃপা লাভ হইবে না।**

Harmonist ও 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে'র সেবা বহুদিবস হইতে স্থগিত আছে। Harmonistএর দ্বারা বঙ্গের বাহিরে এবং আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারিত হইবে। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থ দ্বারাও উক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। এতদুভয়ই শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলীর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইতে অনেক বিলম্ব হইতেছে। উহাও শীঘ্রই প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। বিবিধ সংবাদপত্রাদিতে এবং 'নদীয়াপ্রকাশে' মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লেখা একান্ত কর্ত্তব্য। ভক্তিগ্রন্থ পাঠ।

মিশনের সেবা। মঠে পাঠ ও ইষ্টগোষ্ঠিতে যোগদান ও আগন্তুক ব্যক্তিদিগের নিকট হরিকথা বলা পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেবের সেবা।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের সম্বন্ধ-লাভের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্পূর্ণ আনুগত্যে সেবা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

২৫শে মার্চ্চ শুক্রবার, ১৯৩৮

* *

৬॥ টা পর্য্যন্ত হরিনাম। * * হরিকথা কীর্ত্তন, প্রাতঃকৃত্য। * * Railwayর জন্য মহাপ্রভু ও শ্রীমায়াপুরের সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন রচনা। * * *

৩০শে মার্চ্চ, বুধবার, ১৯৩৮

Harmonistএর (6th issue) proofs পাইলাম। * * দুপুরে ইষ্টগোষ্ঠী পরিচালনা করিলাম। চিঠি লিখিলাম। হরিদ্বারের 'অভিনন্দন' পড়িয়া দেখিলাম।

* * বাবু ......দে মহাশয়ের নিকট হরিকথা বলিলাম। Ourselves (6th issue) এর জন্য 'গৌড়ীয়' হইতে materials সংগ্রহ করিলাম।

Next day :—Copy for 6th issue of the Harmonist.

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

১লা এপ্রিল, শুক্রবার, ১৯৩৮

মহাপ্রভুর সেবা exclusive না হইলে হয় না। মহাপ্রভুর সেবকের সেবা ও মহাপ্রভুর সেবা—একটাই ব্যাপার; **মহাপ্রভুর সেবকের সেবাই প্রকৃতপক্ষে মহাপ্রভুর সেবা।** মহাভাগবতের সেবা—মহাপ্রভুর সেবকের সেবা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক। **শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র।** তিনি গোষ্ঠির অন্তর্গত নহেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,—"পরমহংসের গোষ্ঠি নাই।" স্বতন্ত্রতাই বৈষ্ণবতা। অবৈষ্ণব—পরাধীন, ইন্দ্রিয়ের গোলাম। বৈষ্ণব হৃষীকদ্বারা হৃষীকেশের সেবা করেন। ইন্দ্রিয়াধিপতির সেবা-দ্বারা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়। শ্রীনামের সেবাই হৃষীকেশের উৎকৃষ্ট সেবা। শ্রীনামের সেবা সেবোন্মুখ জিহ্বা ও কর্ণের দ্বারা হয়। তাহাতে ইন্দ্রিয়ের জয় হয়। ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হয় না। অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা হয় না। প্রাকৃত মনের দ্বারা ও সেবা হয় না। শ্রুত বৈকুণ্ঠ-নামের কীর্ত্তনদ্বারা অন্য ইন্দ্রিয়গুলির সেবোন্মুখতা হয়। মনেরও সেই পদ্ধতিতে সেবোন্মুখতা হয়। শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন ও শ্রবণ সুষ্ঠু না হইলে হয় না। **শ্রবণ সুষ্ঠু হইতে পারে না যদি তৎপূর্ব্বে আত্মনিবেদন না হয়।** 'ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ....।" "আদৌ অর্পিতা।" **অর্থাৎ গোড়ার কথাই এই যে, আমি সেবা ছাড়া আর**

কিছুই করিব না। এই সঙ্কল্প সত্য হইলে শ্রবণাদি সম্ভব হয়। এই আত্মনিবেদন-বুদ্ধি সর্ব্বদাই জাগরূক রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। আগামী প্রাতঃকালে 'মানস-দেহ-গেহ'—এই পদটি কীর্ত্তন করাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

৩রা এপ্রিল, রবিবার, ১৯৩৮

যাহার নিজের হরিকথা শুনিবার রুচি নাই, কীর্ত্তন-কারীর প্রতি শ্রদ্ধা নাই, তাহাকে হরিকথা বলা নামাপরাধ। শ্রীনাম-প্রভুর চরণে সেইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন-অনুষ্ঠান-দ্বারা অপরাধ হয়। সুতরাং প্রচারের পদ্ধতি নিম্নরূপ হওয়া উচিত,– যাঁহারা কীর্ত্তনকারীর নিকট শ্রবণেচ্ছু হইয়া উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদের নিকট হরিকথা বলিতে হইবে। তজ্জন্য কীর্ত্তনকারী শ্রোতাদিগকে নিজে আহ্বান না করিয়া অপরের দ্বারা আহ্বান করাইবেন। সন্ন্যাসী মহারাজদিগের সহিত যে-সমুদয় ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থদিগের প্রকৃত ভক্তগণ থাকিকেন, তাঁহাদের দ্বারা এই সেবা-কার্য্য হইতে পারিবে। এরূপ সেবা-দ্বারা উক্ত ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থদিগের প্রকৃত শ্রবণ-পিপাসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-সহকারে হরিকথা শ্রবণের জন্য কীর্ত্তনকারীর নিকট উপস্থিত না হন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট যাচিয়া হরিকথা বলিতে হইবে না * * হরিকথা অবান্তর

উদ্দেশ্য-মূলে বলা হইলে কপটতা হইবে। হরিকথা শ্রবণের দ্বারা জীবের মঙ্গল সাধিত হয়, সন্দেহ নাই। প্রকৃত মঙ্গল-লাভের অন্য পন্থাও নাই। কিন্তু বিশেষ ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরই এই মঙ্গলময় পন্থা অবলম্বনের প্রকৃত সুযোগ উপস্থিত হয়। অজ্ঞাত-সুকৃতি-ফলে এইরূপ ইচ্ছার উদয় হয়। অজ্ঞাত সুকৃতি হরিকথা-শ্রবণজনিত নহে। কীর্ত্তনকারীর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-প্রবৃত্তি-সহকারে শ্রবণ করাই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং প্রকৃত সেবা। কীর্ত্তনকারীর অন্য প্রকার সেবা-দ্বারা অজ্ঞাত-সুকৃতির উদয় হয়। এই অজ্ঞাত-সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইয়া হরিকথা-শ্রবণের ইচ্ছা ও হরিকথা-কীর্ত্তন-কারীর প্রতি শ্রদ্ধার উদয় করায়। এরূপ ভাগ্য সকল লোকের হয় না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কলিকাতা

৪ঠা এপ্রিল, সোমবার, ১৯৩৮

শ্রীগুরুপাদপদ্মে স্মরণ-দ্বারা অপ্রাকৃত-অনুভূতিতে অবস্থিত হইতে পারা যায়। নিরপরাধে শ্রীহরিনাম-গ্রহণ তখনই সম্ভব হয়।

শ্রীগুরুদেবের সেবকগণ তাঁহারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাহাদিগকে বাদ দিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণের অভিনয় দাম্ভিকতা-মাত্র, সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার অভিনয়—গুরুসেবা নহে। **গুরুসেবক দাম্ভিক নহেন।** তাঁহার আচরণ তজ্জন্যই প্রাকৃত-গোচর হইবার যোগ্য নহে।

গুরুভোগী বাহ্য-দৃষ্টিতে গুরুসেবকের ন্যায়; কিন্তু গুরুভোগী ও গুরুসেবকভোগীর স্বরূপ অবগত হওয়া শ্রেয়ঃ-প্রার্থী ব্যক্তি-মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

২৮শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, ১৯৩৮

অদ্য প্রাতে গয়া হইতে কলিকাতায় ফিরিলাম। হরিদ্বার, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বম্বে, কাশী ও গয়ার মঠ-সমূহ দর্শন হইল। ৬ই তারিখে এখান হইতে রওনা হইয়াছিলাম। এই তিন সপ্তাহের অভিজ্ঞতা অতি বিচিত্র।

গত রাত্রে নিদ্রা হয় নাই। নিদ্রা না হওয়া যে ভগবৎ-কৃপা, গুরুকৃপা,—ইহা গত রাত্রে যৎকিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপার সীমা নাই, তুলনা নাই। অথচ আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে, তাঁহার অযাচিত, অপরিমেয় কৃপা-সিন্ধুর বিন্দুমাত্রও গ্রহণ করিবার নিষ্কপট ইচ্ছা হইল না। * * বাবুর একটি গান পূর্ব্বে আমার খুব প্রিয় ছিল 'যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু, দ্বার ভেঙ্গে তুমি এস মোর হৃদে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু। যদি কখন তোমার আসনে আর কাহারেও বসাই যতনে, চিরজীবনের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু। যদি কখনও তোমার আহ্বানে, সুপ্ত-হৃদয় চেতনা না মানে, বজ্রবেদনে জাগাইও আমারে ফিরিয়া যেয়োনা প্রভু।" এইরূপ চিন্তা ভীষণ কপটতা-মাত্র—সন্দেহ নাই॥

আমি তো ভগবান্‌কে চাই না। তিনি তো আমাকেই চান। ইহাই সত্য ; এরূপ অবস্থায় কিরূপে বলিতে পারি যে, আমি তোমাকেই চাই ? আমি তাঁহাকে না চাহিলে তিনি হৃদয়ে আসিবেন কিরূপে ? আমি আসন না দিলে তিনি বসিবেন কেমন করিয়া ? চাহিব না—আসন দিব না, অন্যকে তাঁহার আসনে হৃদয়ে বরণ করিয়া লবই, তাঁহাকে দেখিলে চক্ষু বুঝিয়া রহিব, অপরকে দেখিলে বিস্ফারিত-নেত্রে প্রণয়-ঈক্ষণ-দ্বারা অভিনন্দিত করিব—আর গান গাহিবার সময়ে নির্ল্লজ্জভাবে যাহা কখনও ভাবি না, তাহাই আমার চিন্তা বলিয়া প্রকাশ করিয়া লোকের নিকট, প্রভুর নিকট সাফাই হইব !

শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধার লেশমাত্র হইল না। প্রীতি ত' অনেক বড় কথা। কাহাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলে, তাহা একবার ভালরূপ চিন্তা করিবারও অবসর খুঁজিয়া পাইলাম না। সকল সময়ই খাঁটি গুরু-বিদ্বেষ-মাত্র হৃদয়ে পোষণ করিলাম, কার্য্যতঃ এবং চিন্তায়। এরূপ অবস্থা অবশ্য অত্যন্ত ক্লেশকর, সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্লেশ ভোগ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম ক্লেশ নিবারণের জন্য, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অনুরাগ লাভের যে পদ্ধতি বার বার জানাইয়া দিতেছেন, কই সে পথ ত' কখনও গ্রহণ করি না ! তাহা গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা আমার আছে, তথাপি গ্রহণ করি না। এরূপভাবে নিরন্তর আমি গুরু-বিদ্বেষ করিতেছি। কাহাকে দোষ দিব ? আমার

দুর্ভাগ্য আমারই স্বকৃত। অনাবশ্যকভাবে স্বকৃত। আমার জীবনের ইহাই ভীষণাদপি ভীষণ tragedy. এই কষ্ট নরক হইতেও অনন্তগুণে অধিক ক্লেশকর। এ দুঃখের কথা আর কেহই জানে না। কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেব ইহা জানেন। কিন্তু ইহার কোনও প্রতিকার তিনিও খুঁজিয়া পান না। চেতন আমি, স্বাধীন আমি—আমার চেতনতা, স্বাধীনতা, তিনি নষ্ট করিবেন কেন? তিনি যে আমার সত্তাকে তাঁহার নিজের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসেন। সুতরাং অহৈতুক গুরু-বিদ্বেষ আমার ঘৃণিত জীবনের ভীষণ অপরাধ-ময় সমস্যা। এই সমস্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য আমি কোথায় যাইব? কি করিব? আমি যে আমার এত ভয়ানক শত্রু,—ইহা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। পরম কারুণিক শ্রীগুরুদেব আমার স্বরূপ এখন আমাকে বুঝাইয়া দিতেছেন; কিন্তু বুঝিয়াই বা কি লাভ হইল? আমার মন ত' আমার অধীন নয়। সুতরাং আমি কি করিব? শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আদেশ সাধ্যমত পালন করিতে চেষ্টা করিতেছি, এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া থাকি। কিন্তু সর্ব্বক্ষণই আমার অপরিহার্য্য কপটতা আমাকে উপহাস করিতেছে।

ইহাও সত্য যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রীতিশূন্য-জীবন আমার পক্ষেও ক্রমশঃই দুর্ব্বহ হইতেছে। কত রকমে নিজের নিকটে নিজের প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখিয়া একটা মিথ্যা শান্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এখন সমস্ত চেষ্টাই বৃথা

হইতেছে। সত্য কি কখনও নিজের নিকট হইতে গোপন করা যায়? প্রকৃত প্রীতিশূন্য অবস্থাকে কি বাস্তববিকই প্রীতিযুক্ত অবস্থা বলিয়া বিশ্বাস করা সম্ভব? হরি! হরি! যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল পাইতেছি। নিজকে বরাবরই 'ভক্ত' বলিয়া অভিমান করিতে শিক্ষা করিয়াছিলাম। এখনও গোপনে নিজেকে ভক্ত বলিয়া অভিমান করিবার চেষ্টার ক্রটী করি না। কিন্তু এখন ক্রমশঃ প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি। পূর্ব্বেও কি এতই খারাপ ছিলাম? অন্যকে কত গালাগালি করিয়াছি ও করিতেছি। কিন্তু নিজের অবস্থা তাহাদের অপেক্ষা কত অধিক শোচনীয়, তাহা একবারও ভাবিবার অবসর ইহার পূর্ব্বে হয় নাই। এখন ক্রমেই সেই অবসর উপস্থিত হইতেছে। কুম্ভীপাক নরক এই কষ্টের তুলনায় কিছুই নহে। এমন কষ্টও মানুষের হয়! খাওয়া-দাওয়া, শয়ন, নিদ্রা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। এ অবস্থাও কি ক্রমে গা-সহা হইয়া যাইবে?

আচার্য্যদেবের কথা,—"বিষয় যাহা গ্রহণই করিতে হইবে, তাহা গর্হণ করিয়া গ্রহণ করিলে ভক্তির বাধা হয় না। প্রাকৃত বাধা-বিপত্তি আসে, অবার চলিয়া যায়। তাহার সম্বন্ধে অধিক চিন্তা করিলে তদ্দ্বারা অসুবিধা বৃদ্ধি হয়। ঐরূপ চিন্তা পরমার্থ-পথে ভীষণ অনিষ্টকর। সুতরাং উহা হইতে বিরত হওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য। গাড়ীতে যাইতেছি। ভাল গাড়ী। চড়িয়া বেশ আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই

আনন্দে কখনও আবিষ্ট হইব না। ইহাকে গর্হণ করিব; কিন্তু ইহা সেবার অনুকূলে গ্রহণ করিব, তাহা হইলে ইহাতে কোন দোষ ত' হইবেই না, বরং ইহার দ্বারা উপকারই হইবে।"

এই কথা শুনিয়া অবধি আমার মনটা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রবল ঝড় এখনও থামে নাই। সেবা-কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিলে ক্রমে ইহার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে।

সেবার বিষয় বিচার করিতে গেলে দেখিতেছি, বর্ত্তমানে আমার অনেকগুলি কর্ত্তব্য আছে। **পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের এই অধমের প্রতি কৃপাদেশ যে, আমি শ্রীল আচার্য্যদেবের অধীনে গ্রন্থ ও পত্রিকাদিতে লেখালেখি করিব এবং মুখেও হরিকথা বলিব।** কিন্তু * * * মিশনের পরিচালনার কার্য্যের ভার আংশিক আমার উপর পড়িতেছে। তজ্জন্য লেখালেখির সময় অভাব কল্পনা করিয়া আমি পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ পালন হইতে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ পালনে বর্ত্তমানে আমার সাংঘাতিক ঔদাসিন্য সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবও আমাকে অনেকবার ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। লেখালেখি পুনরায় আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। প্রত্যহ সকালে, দ্বিপ্রহরে (না ঘুমাইয়া) এবং বিকালে তিনবার করিয়া লিখিব। প্রত্যেকবার

একটানা অন্ততঃ ১॥ ঘণ্টা করিয়া বসিলে দৈনিক ৪॥ ঘণ্টা লেখা হইবে। ৪॥ ঘণ্টায় ৫।৬ পৃষ্ঠা লেখা সম্ভব হইবে। তাহার মধ্যে দুপুরে ও বিকালে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' লিখিব। সকালে হারমনিষ্ট্ লিখিব। * * উহা নিয়মিতভাবে লিখিতে হইবে। তজ্জন্য প্রাতঃকালই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

হারমনিষ্ট্—শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার উদ্দেশ্য – বৈষ্ণব-(সাধুদিগের) সেবা। সাধুগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা দ্বারা সম্যক্ তৃপ্ত হয়েন। আমার নিজের কথা না বলিয়া **শ্রীগুরুদেবের কথা মস্তকে বহন করিয়া সকলের নিকট উপস্থিত করা একমাত্র লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরু-সেবার মূর্ত্ত-বিগ্রহ।** যুক্তবৈরাগ্য-আচরণই গুরুসেবা। **অনুকূল আচরণ দ্বারাই প্রকৃত তত্ত্বস্ফূর্ত্তির উত্তরোত্তর পরিস্ফূর্তি সাধিত হইবে। আচরণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।** যতটুকু হরিসেবার জন্য আবশ্যক, সেই পরিমাণ এবং সেই প্রকার বিষয়মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাও গর্হণমুখে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে তদ্দারাই চিত্ত শুদ্ধ ও সরল হইবে। এই প্রকার শুদ্ধচিত্তে সহজেই তত্ত্বস্ফূর্ত্তি হইবে এবং তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা বলা ও লেখা সম্ভবপর হইবে। রাত্রিতে যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে নিদ্রা কম হইবে। **সারা-রাত্রি শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিন্তায় অবসর পাওয়া যাইবে। সমস্ত**

রাত্রি তাঁহার পাদপদ্মে চিন্তা করিব। যাহা চিত্তে উদয় করাইবেন দিবাভাগে তাহাই লিখিব ও বলিব। শ্রীগুরু-দেবের রচিত গ্রন্থ-সমূহ সর্ব্বদা নিয়মিতভাবে অনুশীলন করিব। নিঃসঙ্গ হইয়া নিজের ভজন করিব। কেহই এই কার্য্যে বাধা দিবে না। ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'—এই গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-অবলম্বনে লিখিত হইতেছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদ-রচিত ভাষ্যগুলির ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে আমি যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমৃত-চরিত্র প্রত্যহ আলোচনা করিলে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিশ্চয়ই প্রীত হইবেন—ইহাই একমাত্র ভরসা। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের স্মৃতি আমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। দিবা-রাত্র বহু কার্য্য লইয়া বৃথা অমূল্য সময় অতিবাহিত করিতেছি। নিজের ভজন অবহেলা করিয়া, শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ অনাদর করিয়া, অশ্রদ্ধধান ব্যক্তি-দিগকে হরিকথা বলিবার পিপাসা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহাতে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ হইতেছে। এখন হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আদিষ্ট না হইয়া কাহারও নিকট হরিকথা বলিব না। হারমনিষ্ট্ ও 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নিয়মিতভাবে লিখিব। আবশ্যকীয় চিঠি-পত্রের উত্তরও নিয়মিতভাবে দিব। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের যাবতীয় গ্রন্থ বিশেষ মনোযোগের সহিত সর্ব্বদা পাঠ করিব। শ্রীল

আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিব, শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশ পালন করিব, আর কিছুই করিব না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

৫মে, ১৯৩৮

নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিতই সাধুসঙ্গ; উপদেশক হইবার দায়িত্ব ইহাই হয়।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

অধিকারবিচার নিশ্চয়ই আবশ্যক। কিন্তু অধিকার বিচার করিতে হইলে অপরকে নিম্নাধিকারী সাব্যস্ত করাই একমাত্র প্রয়োজনীয় নহে। অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শনের যত্নই বৈষ্ণবতা। এতদিন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শন করিয়া আসিতেছি। উহাই অবৈষ্ণবতা। নিষ্কপটভাবে সর্ব্বক্ষণ অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শন অভ্যাস করা আবশ্যক। হরি-গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষীকেও মহাপ্রভুর বিশ্বম্ভরত্ব লীলাপুষ্টিকারিরূপে দর্শনই সম্যক্ দর্শন। মহাভাগবতের দর্শনের আদর্শের অনুকূলে নিম্নাধিকারীর দর্শন হওয়াই সঙ্গত। মহাভাগবতের দর্শনের বিপরীত আদর্শ অনুসরণের দ্বারা কিরূপে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন কনিষ্ঠাধিকারেও সম্ভব হইতে পারে? অন্যে হরিভজন করেন,—ইহাই আমার একমাত্র জ্ঞাতব্য।

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥
বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ ॥
স্বভাববিহিত বৃত্তি করিয়া আশ্রয় ।
নিষ্পাপ জীবনে কর কৃষ্ণনামাশ্রয় ॥
জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥
(ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮)

কৃষ্ণকথা শ্রদ্ধা-লাভ ত্যজে কর্ম্মাসক্তি ।
দুঃখাত্মক কামত্যাগে তবু নহে শক্তি ॥
কামসেবা করে তাহা করিয়া গর্হণ ।
সুদৃঢ় ভজনে কামে করে বিধ্বংসন ॥
পুণ্যময় কামমাত্র উদ্দিষ্ট এথায় ।
পাপ কামে শ্রদ্ধধানের আদর না হয় ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
১২ই মে, ১৯৩৮

গত রবিবার অর্থাৎ ৮ই এখানে আসিয়াছি। শরীর, মন উভয়ই সেবা-প্রতিকূল হওয়ায় শ্রীধামের কৃপার্থী হইয়া এখানে আসিয়াছি। শ্রীধাম-পরম করুণাময়। মাদৃশ পতিতের প্রতিও তাঁহার সর্ব্বদাই কৃপা প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হইতেছে।

কতকগুলি কথা মনে হইতেছে—যাহা কখনও পুনরায় না ভুল হয়। ব্যবহারিক বড় ছোট, ভাল মন্দ, ব্যবহারিক হিসাবে সত্য এবং উক্ত বিচার সর্ব্বতোভাবে পালনীয়। তাহা না হইলে মুড়ি-মিশ্রিত এক বিচার হইবে এবং জঘন্য তামসিকতায় পাতিত করিবে; যদি নীচজাতীয় ব্যক্তির সদাচার অবলম্বনের প্রকৃত ইচ্ছা উদিত না হয়, তাহা হইলে তাহার মঙ্গল সুদূর-পরাহত এবং সেরূপ ভাগ্যহীন ব্যক্তির আচরণ কদাপি হরিভজনের অনুকূল বিচার করিতে হইবে না। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের কঠোর শাসন তাহাদের প্রতি প্রযুক্ত হইলে তদ্দ্বারা তাহাদের ভাবী মঙ্গলের সম্ভাবনা হইবে। * *

অতি নীচ-জাতিতে উদ্ভূত ব্যক্তিও যদি বৈষ্ণব-সদাচার-পালনে প্রকৃত ইচ্ছাবিশিষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি ভগবৎ-কৃপায় তাঁহার সমুদয় পূর্ব্ব-অনাচার এবং কু অভ্যাস-সমুদয়ের হস্ত হইতে অনায়াসে মুক্ত হইতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-আচার ও ব্যবহারিক-জীবন— এক নহে। ব্যবহারিক নির্দ্দোষ-জীবন ভগবৎসেবা-লাভের অনুকূল।

বৈষ্ণবের আচরণ নির্গুণ ভূমিকায় অবস্থিত। দ্রষ্টা-অভিমান সম্পূর্ণ নিরস্ত হইলে তৎপরিবর্ত্তে দৃশ্য-অভিমান উদিত হয়, তখনই সেবন-ধর্ম্মে অবস্থিতি হয়। জড়ের ভোগ্য কিংবা জড়ের ভোক্তা, এই উভয়বিধ বিচারই ব্যবহারিক এবং পরমার্থের প্রতিকূল। চেতনের ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহার দৃষ্টি-পথে অবস্থিত হইলেই অণুচেতন-ধর্ম্মের সম্যক্

সার্থকতা উদিত হয়। জড়ের দ্রষ্টা বা দৃশ্য-বিচারে অণুচেতন ধর্ম্ম আবৃত হইয়া আত্ম-বিনাশ সাধিত হয়। দেহে আত্মবুদ্ধি—বুদ্ধি-বিপর্য্যয়। অন্যদেহে আত্মবুদ্ধি-দ্বারা ভয়; সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি—অস্মৃতি।

অন্যে কৃষ্ণেতর বিষয়ের ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধে অবস্থিত দর্শনে স্বরূপসিদ্ধের তৎসম্বন্ধে রাগ-দ্বেষের সম্ভাবনা হয় না। কারণ—কৃষ্ণেতর বিষয়াভিনিবেশ তাহার আদৌ প্রয়োজনীয় নহে। বিষয়সুখপ্রার্থীরই বিষয়ের প্রতি রাগ-দ্বেষ সম্ভব। বিষয়ীর দ্রষ্টা কিংবা বিষয়ীর দৃশ্য হওয়া পরমার্থীর আদৌ প্রয়োজনীয় নহে। "অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।"

সুতরাং অবরকুলে আবির্ভূত বৈষ্ণব-মহাজনের প্রতি সম্যক্ শ্রদ্ধা বিহিত হইলেও তদ্দ্বারা অবরকুলের প্রতি আসক্তি প্রদর্শিত হয় না। অবরকুলের প্রতি বিদ্বেষও সূচিত হয় না। তথাপি ব্যবহারিক বিচারে অবরকুলের প্রতি স্বল্প মর্য্যাদাই প্রদর্শিতব্য। উহাই পারমার্থিক বিচারের অনুকূল। নচেৎ তামসিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠ

১৪ই মে, শনিবার, ১৯৩৮

"অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।"—ইহা কিরূপে পালনীয়? "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভি পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু

কথ্যাতে॥” “অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।” সর্ব্বদা শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার মনোঽভীষ্টের অনুকূলে সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া যাহা করা যায়, তাহাই ভক্তি। বিন্দুমাত্রও অন্যাভিলাষ তাহাতে প্রবিষ্ট না হয়, তৎসম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ নির্জ্জনে স্মরণ-দ্বারাও অসৎসঙ্গ হইতে পারে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মরণ ঐকান্তিক আনুগত্য অনুশীলন-রূপ শুদ্ধ সেবা-দ্বারাই সম্ভব। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে হরিনামের উপদেশ দ্বারা ভোগেরই আবাহন হয়। সুতরাং যন্মুহূর্ত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় ইহা উপলব্ধ হয়, তন্মুহূর্ত্ত হইতেই নিঃসঙ্গ হইতে হইবে। বাহিরের আচরণে পরিবর্ত্তন আবশ্যক নহে, ভিতরের আচরণ সর্ব্বতোভাবে অনুকূল হইবে। তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত আশ্রয়ানুভূতি লাভ হইবে। “তুমি ত’ আমার, আমি ত’ তোমার, কি কাজ অপর ধনে?”—এই সিদ্ধান্তই চরম। **আচারই প্রচার। আচরণহীন বাক্যের দ্বারা অনর্থই বৃদ্ধি হয়।**

১৯শে মে, বৃহস্পতিবার, ১৯৩৮

কৃষ্ণই তাঁহার নিজের সেবার অধিকার প্রদান করিবার একমাত্র মালিক। আমাদের চেষ্টায় তাঁহার সেবার অধিকার লাভ হয় না। কৃষ্ণ—পরম করুণাময়। সুতরাং তিনি স্বেচ্ছা-ক্রমে সর্ব্বদাই তাঁহার সেবার অধিকার অবিচারে সকলকেই প্রদান করিতেছেন। আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক কৃষ্ণকে ভুলিয়া

গিয়া তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিবার পরিবর্ত্তে স্বীয় কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছি। সত্যের নিত্য এবং বিশিষ্ট অধিষ্ঠান আমাদের আদৌ স্বীকার্য্য হইতেছে না। এই ভীষণ ব্যাধিই একমাত্র ব্যাধি। ইহার প্রকৃত চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক। এখনই আবশ্যক। তাহা না হইলে ব্যাধি আরও অধিক বাড়িয়া যাইবে ও যাইতেছে। তজ্জন্যই সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় এই মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য। ইহাই একমাত্র কর্ত্তব্য। **শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রকৃতই আশ্রয় করিতে হইবে। আশ্রয় করিবার অভিনয় করিতে হইবে না।** অন্তরনিষ্ঠা করিতে হইবে।

নিজের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপাইবার প্রবৃত্তি মৎসর ধর্ম্মের একটী প্রধান বৈশিষ্ট। আধ্যক্ষিক চিন্তা-স্রোত এই প্রকার মৎসর ধর্ম্মের স্বপক্ষে অনন্ত প্রকার যুক্তির অবতারণা করে। যুক্তিবাদী তাহার এই সমুদয় যুক্তির অন্তঃসার-শূন্যতা বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। তাহার প্রধান এবং একমাত্র কারণ এই যে যুক্তিবাদী মৎসরতাধর্ম্মকেই প্রীতিধর্ম্ম বলিয়া ধারণা করে। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। কিরূপে এইরূপ ভীষণ ভ্রম উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ অনুসন্ধান পরমার্থ-পথের যাত্রি-মাত্রেরই প্রাথমিক কর্ত্তব্য। এই জগতের অধিবাসী পরমার্থ বিচারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—কর্ম্মী ও জ্ঞানী। কর্ম্মী- জড় ভোগপরায়ণ, আর জ্ঞানী—জড়ভোগ-ত্যাগী। এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিই অত্যন্ত মৎসরে।

কিন্তু ইহারা নিজেদের দুর্দ্দশা আদৌ বুঝিতে পারে না। ভগবদ্ভক্ত ভোগী কিম্বা ত্যাগী নহেন। তিনি পরম নির্ম্মৎসর। ভোগী ও ত্যাগী মৎসরতাবশে সর্ব্বজীব-কৃপালু-স্বভাব ভক্তেরও বিদ্বেষ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহাই মৎসরতার চরম।

২০শে মে, শুক্রবার, ১৯৩৮

আগামী কল্য হইতে Sree Krishna Chaitanya Vol. II এর কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। তজ্জন্য প্রতিদিন আগামী দিবসের কার্য্য-সম্বন্ধে অন্ততঃ ১ ঘণ্টা চিন্তা করিতে হইবে। প্রাতে ৬॥ টার সময়ে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে তৎপূর্ব্ব দিবস বৈকালে ১ ঘণ্টা বিষয়টি আলোচনা করিতে হইবে। বৈকালে ৩টি সেবাকার্য্য আছে, যথা—১। চিঠিপত্র, ২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (revision), ৩। Engagements. ইহা ভিন্ন Sree Krishna Chaitanya study করিবার জন্য ১ ঘণ্টা রাখা আবশ্যক।

কার্য্যের সময়বিভাগ নিম্নরূপ হইতে পারে :—

প্রাতে ৬॥-৮॥ টা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

" ১১-১২ "—চিঠিপত্র।

বৈকালে ১২-২টা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (revision)।

" ২-২ "—চিঠিপত্র, engagement।

with H. D. G.

" ৫-৬ "—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (study)

সন্ধ্যা— 　　৬-৮ টা—Engagement with H. D. G.

রাত্র 　　৮-৯ ,, ভক্তিসন্দর্ভ।

,, 　　৯ টা হইতে হরিনাম।

৩০শে মে, সোমবার, ১৯৩৮

প্রশ্ন—Realisation clear হয় না কেন ?

উত্তর—সেবা-সম্বন্ধে অন্যমনস্ক থাকার জন্য যে কোনও ঘটনা উপস্থিত হউক না কেন, তাহা দ্বারা কি সেবা সম্ভব, ইহাই তৎসম্বন্ধে চিন্তা করা আবশ্যক। তাহা না হইলে either misunderstanding কিংবা indifference হইবে।

Ambition থাকা দরকার। **যেখানে আছি সেখানেই নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা যাইবে না।** সেখানে গতিহীন অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া **নিজের** অপেক্ষা **অনুন্নত ব্যক্তিদিগের সহিত অধিক সঙ্গ করিলে অধঃপতন হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ ও আচার্য্যদেব কোথায় আছেন, তাঁহারা কি করিতেছেন, তাহার সন্ধানে আমাকে দ্রুত অগ্রসর হইয়া সেই স্থানে পৌঁছিতে হইবে।** মাঝ রাস্তায় অন্য প্রলোভনের পশ্চাতে সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। যাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে হইবে, যদি সেই সম্বন্ধ আমার মূল উদ্দেশ্যের অনুকূল হয়, তবেই এবং কেবল-মাত্র সেইরূপভাবেই করিতে হইবে। **প্রতিকূল বিষয়ও এইরূপ বিচারে অনুকূলভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে।** প্রতিকূল বিষয়দ্বারাও **কৃষ্ণানুশীলন** করিতে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে না।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্‌ভাগবত একাদশ স্কন্ধ এবং অন্য কয়েকখানি গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পড়িতে বলিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এবং আচার্য্যদেবের শ্রীচরণসেবালাভের জন্যই মনোযোগের সহিত পাঠ করিব। উহাই উদ্দেশ্য হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা লাভ করিলে ব্যতিরেকভাবে অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইব। সকল সত্তার সেখানেই প্রকৃত দর্শন লাভ হইবে।

১লা জুন, বুধবার, ১৯৩৮

শ্রীগুরুপাদপদ্মান্তিকে অবস্থিত হইলে অভয়, অশোক ও প্রকৃত সুখী হওয়া যায়। সেবা-দ্বারা তাঁহার সান্নিধ্য লাভ হয়। সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিলে অতি শীঘ্র তাঁহার কৃপা লাভ হয়। তাঁহার কৃপার ইহাই স্বরূপ যে, তদ্দ্বারা তাঁহার প্রতি সেবা-বুদ্ধি অধিকতর বৃদ্ধি হয়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং একমাত্র লাভ। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের যে সেবায় যে ঐকান্তিকতার জ্বলন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাই আমাদের সর্ব্বক্ষণ স্মরণীয় হওয়া একমাত্র কর্ত্তব্য।

৬ই জুন, রবিবার, ১৯৩৮

* * বাহ্যতঃ বঞ্চনা ও উপেক্ষাই প্রধান এবং একমাত্র কৃত্য হওয়া আবশ্যক কি না, ইহা ধীরভাবে বিবেচনা করা উচিত। অধিকাংশ ব্যক্তিরই বঞ্চিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। তাহারা বরাবরই বঞ্চিত। সুতরাং নূতন কোন

দুর্ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। মিশনের সেবার সহিত বাহ্যতঃ সংশ্রব থাকিবে, বরং উহা আরও ঘনিষ্ঠ দেখা যাইবে। কিন্তু অন্তরে **বাহিরের মিশন হইতে পৃথক থাকিতে হইবে।**

*　　*　　*

Show-bottle গুলিকে বঞ্চনা করিয়া হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গ্রন্থ, Harmonist, পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা ও Discoursesএর সেবায় ঐকান্তিকভাবে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু বাহিরের কাজ অধিক পরিমাণে করিতে হইতেছে। সমস্ত সময় প্রায় তাহাতে অতিবাহিত হইতেছে। ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের লীলার একটি অচিন্ত্য রহস্য। বাহিরের দৃষ্টিতে যাহা অত্যন্ত আবশ্যকীয় ও একমাত্র করণীয় বিচার হয়, উহা অন্তর্দৃষ্টিতে বঞ্চনা-মাত্র হইতে পারে। বঞ্চনা না করিলে সেবার বাধা অপসারিত হইবে না. প্রকৃত সেবার মর্য্যাদাও সম্যক্ রক্ষিত হয় না। উহা লীলার চমৎকারিতার পুষ্টি-কারক' সুতরাং অপরিহার্য্য।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার অখণ্ডত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি না হইলে পরিশ্রমই সার হইবে। তজ্জন্য 'ভিতর' 'বাহির' বিচার সর্ব্বক্ষণ জাগ্রত রাখিতে হইবে।

৯ই জুন, ১৯৩৮

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা ও শ্রীকৃষ্ণের সেবার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার মধ্যে সম্ভোগের কথা নাই।

অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভময় বিগ্রহের সেবা তদনুরূপ ভাব ও
ক্রিয়া-দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। মহাপ্রভুর কৃষ্ণের অন্বেষণে
সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত। তিনি স্বীয় ভোক্তৃভাব তাঁহার প্রিয়তমা
সেবিকা শ্রীমতীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিপ্রলম্ভময় ভাবদ্বারা আবৃত
করিয়াছেন। তিনি শ্রীমতীর ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার
করিয়াছেন। অপ্রাকৃত ভূমিকায় ভাব, কান্তি ও বিগ্রহ একই
বস্তু। শ্রীমতী যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু শ্রীগৌরসুন্দর তাহাই
প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীমতীকে বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-
কল্পনা যেরূপ অসম্ভব, কৃষ্ণকে বাদ দিয়া শ্রীমতীর স্বরূপ-কল্পনা
তদ্রূপ অসম্ভব, অথচ ব্রজেন্দ্রনন্দনের একত্বই সিদ্ধ। "অদ্বয়জ্ঞান-
তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।" ব্রজেন্দ্রনন্দনের সমস্তই সম্ভব এবং
অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমতীর ভাব ও কান্তি ব্রজেন্দ্রনন্দনের একত্বের
চরম বৈশিষ্ট্য। ব্রজেন্দ্রনন্দন যেখানে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'
রূপ প্রদর্শন করেন, সেখানে শ্রীমতীর ভাব ও কান্তিই পরিদৃষ্ট
হয়।

ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রকৃষ্ট পরিচয় এই যে, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা ব্রজেন্দ্র-
নন্দনের প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞানেও বঞ্চিত। ব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলা
বাদ দিয়া তাঁহার সত্তার ধারণা হয় না। ব্রজেন্দ্রনন্দনের
লীলা শ্রীমতীর সহিত বিলাস। শ্রীমতী ব্রজেন্দ্রনন্দনের
পূর্ণ-শক্তি। লীলা-রস আস্বাদনের জন্য অদ্বয়তত্ত্ব যুগলরূপে
নিত্য অবস্থিত।

শ্রীমতীর ভাব ও কান্তি যদি ব্রজেন্দ্রনন্দনে পরিদৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে উহা কোথা হইতে আসিল? কিন্তু বিষয়বিগ্রহ যদি আশ্রয়ের ভাব ও কান্তি প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বীয় বৈশিষ্ট্য কিরূপে সংরক্ষিত হইতে পারে? তিনি যদি দ্বিতীয় বস্তুর অধীন হন, তাহা হইলেও কি তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' ও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলা যাইবে? রাধাকৃষ্ণ-তনু যেখানে মিলিত, সেখানে কোন্ বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইবে? তাহার উত্তর এই যে, সেখানেও শক্তিমানের শক্তিত্বের পরিচয়ই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। উহাই স্বয়ং প্রকাশশীল। শক্তিদ্বারাই শক্তিমান্ নিজের এবং অপরের নিকট প্রকাশিত।

শ্রীমতী শ্রীরাধিকা কিরূপে শক্তিকে বিষয়-বিগ্রহরূপে পূজা করিবেন? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শক্তিতত্ত্ব নহেন। সুতরাং আশ্রয়ের ভাব ও কান্তিদ্বারাও সে স্থলে কৃষ্ণই উদ্দিষ্ট হইতেছেন। কৃষ্ণ—বিষয়। কৃষ্ণ—আশ্রয়। কৃষ্ণই আশ্রয় ও বিষয়। কৃষ্ণ যেখানে আশ্রয়ের ভাব কান্তি প্রদর্শন করিতেছেন, সেখানেও তাঁহাকে বিষয়রূপেই পূজা করিতে হইবে।

*   *   *   *   *

তিনি সেখানে নিজেই নিজের সেব্য। ইহাতে শ্রীমতীর কৃষ্ণত্ব অপসারিত না হইয়া সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। শুদ্ধবিশিষ্টাদ্বৈত অপেক্ষা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই অধিকতর সমীচীন। কারণ শুদ্ধ বিশিষ্টাদ্বৈতে বিষয়বিগ্রহের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। অচিন্ত্যভেদাভেদ-

সিদ্ধান্তে আশ্রয়ের প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। উপাসকগণের নিকটমাত্র নহে, উপাস্যেরও নিকট। শ্রীমতী কৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত আছেন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ-স্বরূপে নিজে নিজের তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করেন না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ-নিজে নিজের তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন। এই কার্য্যটিই কৃষ্ণ লীলায় শ্রীমতী পৃথগ্ভাবে করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলায় কৃষ্ণ ও শ্রীমতী উভয়েই কৃষ্ণান্বেষণে নিযুক্ত। শক্তিমান্ যেখানে শক্তিজাতীয় চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তদ্দ্বারা শক্তিমান্ শক্তি হইয়া যান না। অথচ শক্তির সহিত শক্তিমানের সম্বন্ধের এক অভিনব বৈশিষ্ট্যের উদয় হয়, যাহা শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় অপ্রকাশিত থাকে।

শক্তি শক্তির সেবিকা নহেন। শক্তিমান্ নিজের সেবিকা নহেন। তিনি সেবিকাদিগের একমাত্র উপাস্য। তিনি দুইরূপে তাঁহার স্বীয় শক্তিবর্গের উপাস্য। বিষয়-বিগ্রহের ভাব ও কান্তি প্রদর্শনের দ্বারা স্বীয় শক্তিবর্গের সেবা গ্রহণ করেন। তিনি আশ্রয়ের ভাব ও কান্তি প্রদর্শন-পূর্ব্বক আশ্রয়বর্গের আশ্রয়রূপে তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করেন। বিষয় যেখানে আশ্রয়বর্গের আশ্রয়রূপ প্রদর্শন করেন, তখন তাঁহার প্রদর্শিত আশ্রয়রূপ বিষয়-পর্য্যায়েই সেব্য। সম্ভোগরসে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সেবা-চেষ্টা প্রদর্শিত হইলে উহা রসাভাস-দুষ্ট হয়। তজ্জন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণজ্ঞানেই তাঁহার উপাসনা সঙ্গত। তিনি যেরূপভাবে সেবা

অঙ্গীকার করেন, তদ্রূপ সেবা-চেষ্টাই সম্ভব এবং স্বাভাবিক। ইহা অনুভূত না হইলে প্রাকৃত-অভিজ্ঞান হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না।

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
১২ই জুন, ১৯৩৮

"জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ অধিষ্ঠান"। 'জীব কৃষ্ণের প্রকৃতি',—এই বিচার উদিত না হইলে বদ্ধজীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন সম্ভব হয় না। জীব কৃষ্ণভোগ্য, ইহা উপলব্ধি না হইলে জীব জীব-ভোগ্য—এইরূপ অস্বাভাবিক ভীষণ অপরাধময় অস্মিতা দ্বারা স্বীয় চেতনধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত ও বিপর্য্যস্ত হয়। কৃষ্ণবিস্মৃতিই জীবাত্মার পক্ষে একমাত্র মৃত্যু ও ক্লেশকর। অন্যক্লেশ ইহা হইতেই জাত। জড়ভোগ একবার অভ্যস্ত হইলে উহা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবার আন্তরিক প্রবৃত্তি হয় না—যে পর্য্যন্ত না কৃষ্ণবিস্মৃতি অপসারিত হয়। সুতরাং কৃষ্ণকথাই একমাত্র সেবনীয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
১৯শে জুন, ১৯৩৮

ক্লেশের হস্ত হইতে উদ্ধার হইবার বাসনা দ্বারা ক্লেশমুক্ত হওয়া যায় না। কৃষ্ণান্বেষণ দ্বারা গৌণভাবে ক্লেশ-নিবৃত্তি হয়, কিন্তু ক্লেশ-নিবৃত্তি কখনই ভক্তের প্রার্থনীয় নহে। ক্লেশ-নিবৃত্তি প্রার্থনীয় হইলে কৃষ্ণসেবাবৃত্তি লুপ্ত হয়। নিজ-সুখবাঞ্ছার

লেশমাত্র হৃদয়ে থাকিলে কৃষ্ণসেবায় যোগ্যতা থাকে না কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর। দেহে আত্মবুদ্ধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণস্মৃতি হইলে দেহাত্মবুদ্ধি নিরস্ত হয়। গুরুসেবা ও নিরপরাধে নির্ব্বন্ধ-সহকারে হরিনাম-গ্রহণ—এই দুইটী কৃষ্ণস্মৃতি-লাভের পন্থা অধিকারভেদে উপলব্ধি তারতম্য অপরাধ নহে। অধিকারোচিত সেবানিষ্ঠ হইলে ক্রমে ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়। সাধুসঙ্গই প্রকৃষ্ট উপায়। "সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে"। সদ্গুরু-কৃপা না হইলে প্রকৃত সেবায় অধিকার আদৌ লাভ হয় না।

২০শে জুন, ১৮৩৮

নিজে * * initiative লইয়া সেবা-কার্য্যে অগ্রসর হইবার যোগ্যতার একান্ত অভাব বহুদিবস হইতেই অনুভব করিতেছি। * * * বই লিখিয়া যদি শ্রীল প্রভুপাদেরই সন্তোষ না হইল, তাহা হইলে তাহাতে লাভ কি? কিন্তু সেবা-কার্য্য ছাড়িয়া দিলে মন ত' আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না? অন্যের সেবা-গ্রহণ-পিপিসা বৃদ্ধি হইবে ও হইতেছে। ইহাই বর্ত্তমান ভীষণ সমস্যা। সংসার-বাসনা যদি পুনরায় প্রবল হয়, তাহা হইলে কি উপায় হইবে? মৃত্যু পণ করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্য করিব, ইহা নিশ্চয়। তথাপি চঞ্চল মনের দ্বারা কি তাঁহার সেবা সম্ভব হইবে? চঞ্চল মনই ত' নরক। নরকে কি কৃষ্ণ-স্মৃতি

সম্ভব? অন্যের নিকট কি প্রচার করিব? নিজের নিকটই প্রচার করিতে পারিলাম কই? প্রচারের নামে প্রতারণা হইবে।

আমার কর্ত্তব্য নিজের নির্দ্দিষ্ট সেবা দুইটী † লাভের জন্য সর্ব্বদা যত্ন করা। তাহা হইলে মন সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিবে। বাধাই বা কি?

*   *   *

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

২৩শে জুন, ১৯৩৮

Must follow the time table. That is my archana.

২৩শে জুন, ১৯৩৮

শ্রীল আচার্য্যদেব বলিলেন যে, কৃষ্ণের স্বার্থ ও আমার স্বার্থ পৃথক্ হইলেই কৃষ্ণ-বিরোধ হইবে, কৃষ্ণের প্রতি একটা প্রতিযোগী ভাব আসিবে। দুইটী ঘর যদি কৃষ্ণেরই হয়, তাহা হইলে দুই ঘরের মধ্যে ব্যবধান থাকে না। নিজের পৃথক্ সংসার কিংবা সম্পত্তি হইলে কৃষ্ণের সংসার থাকে না। কৃষ্ণের সংসারে থাকিলে দুই ঘরই নিজের হয়। নচেৎ কৃষ্ণের ও নিজের মধ্যে একটা barrierএর সৃষ্টি হয়। নিজের কোন পৃথক্ সম্পত্তি থাকা উচিত নহে। কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুকূলে কার্য্য—সেবা। শস্ত্রধারীকে ভোজন করাও, অর্থে শস্ত্রকেও ভোজন করাও নহে। শস্ত্র ভোজন করিতে পারে না। কিন্তু শস্ত্রধারীকে আন, ইহার অর্থ—

† হারমনিষ্ট্ পত্রের প্রবন্ধ ও 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থ দ্বিতীয় খণ্ড রচনা।

শস্ত্রও আন। শস্ত্রকে বাদ দিয়া শস্ত্রধারীকে ভোজন করাইতে হইবে, কিন্তু শস্ত্রকে বাদ দিয়া শস্ত্রধারীকে আনিতে হইবে না। চেতন ও অচেতন—এক নহে। অচেতন চেতনের নিকট নিষ্ক্রিয়। বাবাজী মহারাজ ভোগীদের সঙ্গে মিশিতেন—বাহিরের দৃষ্টিতে এইরূপ দেখা গেলেও তিনি ভোগীদিগকে জড়বৎ দর্শন করিতেন। তাহাদের সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ ছিল না। অপ্রকট-লীলায় কংস, অঘ, বক প্রভৃতি কাঠ-পাথরের মতন—তাহাদের কোন ক্রিয়া নাই। এই জগতে তাহাদের প্রচণ্ড বিক্রম, কিন্তু বৈষ্ণবের দর্শনে তাহারা জড়। চেতনের সহিত অচেতনের কোন ক্রিয়াই হয় না, হওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

২৬শে জুন, ১৯৩৮

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥
তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥
(ভাঃ ১১।২০।২৭-৩১)

আগামীকল্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-উৎসব। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা না হইলে ভগবৎ-প্রেমা লাভ হইতে পারে না।

শ্রীল ঠাকুরের কৃপা-লাভ-অর্থে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ। আগামী কল্যকার উৎসবে কায়মনোবাক্যে তাঁহার অমায়ায় কৃপা-লাভের জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করাই প্রকৃত সেবা।

ভগবৎপ্রেমার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে উদিত হইলে জড়কাম নিবৃত্ত হয়। তখনই উহার স্বরূপোপলব্ধি হয়। তৎপূর্ব্বে উক্ত বিষয়-সম্বন্ধে চিন্তা ব্যতিরেকভাবেই সম্ভব। প্রেমোদয়ের পূর্ব্বে বৈধী ভক্তির অনুশীলনই একমাত্র কর্ত্তব্য।

* * * *

কৃষ্ণের জন্য স্বাভাবিক লৌল্য অত্যন্ত বিরল। জগতে জড়কামের জন্যই স্বাভাবিক লৌল্য দেখা যায়। ইহা ভগবৎপ্রেমা-লাভের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ অন্তরায়। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ জড়-কামকেই ভগবৎপ্রেমারূপে নির্দ্দেশ করে। ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কি হইতে পারে?

ভোগ ও ত্যাগ উভয়ই প্রেমা-লাভের অন্তরায়। ত্যাগের দ্বারা—মায়াবাদের আবাহনদ্বারা আশ্রয়-বিগ্রহের চরণে অপরাধ হয় অর্থাৎ অধিরোহ-পন্থায় শাস্ত্রার্থ নিরূপণ করিবার চেষ্টা-দ্বারা বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রতি প্রাকৃত বুদ্ধি জন্মে। ত্যাগি-গণ

আশ্রয় ও বিষয়কে প্রাকৃত জ্ঞান করিয়া তদুভয়ের অনিত্যত্ব ও অনুপাদেয়ত্ব কল্পনা করে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

১লা জুলাই, ১৯৩৮

কাহারও সহিত সেবা-সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ আদৌ আবশ্যক নহে। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ সেবা-চিন্তায় থাকিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে। **নিজের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা কার্য্যতঃ না পালিত হইলে অপরকে উপদেশ দিবার অধিকার থাকা কখনও উচিৎ নহে।**

২রা জুলাই, ১৯৩৮

'নামবলে পাপবুদ্ধি'—নামাপরাধ। ইহা জ্ঞানকৃত হইলে অমার্জ্জনীয়। এই অপরাধ-সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। প্রাকৃতের অনুশীলন-দ্বারা অপ্রাকৃতের সন্ধান পাওয়া যায়—এইরূপ ধারণা কোন-না-কোন রকমে যখন চিত্তকে অধিকার করে, তখনই এই অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়। চুরি করিলে চুরির তিক্ত অভিজ্ঞতা অনুভবের দ্বারা উহা সম্যাগ্‌ভাবে পরিত্যাগ করা সহজ হইবে, এইরূপ ধারণা ভীষণ অপরাধময়। নূতন করিয়া জড়ানুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া এবং উহাকেই চিদনুশীলনে অনুকূল বিচার করাই—নামবলে পাপাচরণরূপ ভীষণ অপরাধ। "অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।" অসৎচিন্তা বা অসৎ কার্য্যের প্রবৃত্তিই

চিদনুশীলনের একমাত্র বাধা। অতৎনিরসনের জন্য অচিৎএর অভিজ্ঞতা পৃথগ্‌ভাবে অর্জ্জন করিতে হয় না। কেবল-চিদনুশীলন-কারীর নিকট উহা চিদনুশীলনের পরিত্যক্ত ছায়ারূপে স্বীয় ঘৃণ্য স্বরূপ নিজেই উদ্‌ঘাটিত করিতে বাধ্য হয়। Greekদের Siren ও Circeএর গল্প ও "পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়," এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। ব্যতিরেক আলোচনা অন্বয়মুখে হইলে তদ্দ্বারা ভীষণ অমঙ্গল হয়। প্রাকৃত অভিজ্ঞতা অবলম্বন-পূর্ব্বক অপ্রাকৃতের স্বরূপের ধারণা করিবার চেষ্টাই অশ্রৌত-পন্থা। উহা দ্বারা আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী—ভক্তিবৃত্তি সমূলে নষ্ট হয়। শ্রৌত-বাণীই একমাত্র অবলম্বনীয়। উহাতে প্রাকৃত মল নাই। উহা বৈকুণ্ঠ-বস্তু এবং বৈকুণ্ঠ হইতে আগত। "বৈকুণ্ঠনামগ্রহণম-শেষাঘহরং বিদুঃ।" ভক্তিবিনোদ-বাণীধারা।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

৫ই জুলাই, ১৯৩৮

শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বদাই বলেন যে, অপরাধী ব্যক্তি যদি নিষ্কপটে সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহার অপরাধের ক্ষমা হয়। সেবা-সম্বন্ধে তাহার Bonafide পরীক্ষা করা আবশ্যক। গুরুদ্রোহী ব্যক্তিদিগের সহিত এই সর্ত্তে সেবা-সঙ্গ করিতে পারা যায়। ইহা দ্বারা তাহাদের অনুতাপের (repentance) সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
১৭ই জুলাই, রবিবার, ১৯৩৮

গত সন্ধ্যাবেলা ৪জন ভদ্রলোকের সহিত অফিসে আলাপ করিলাম। তাঁহাদের মধ্যে একজন আলোচনায় অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তিনি Cal. Highcourt এর Advocate এবং যুবক। তিনি নিয়মিতভাবে পরমার্থ শিক্ষাদান ও আলোচনার জন্য classএর বিশেষ পক্ষপাতী। ইন্‌ষ্টিটিউটের Study circle এর উপযোগীতা সম্বন্ধে আলোচনা হইল। অহিন্দু মেম্বারগণ ঐরূপ ব্যবস্থার বিরুদ্ধ হইতে পারেন, ইহাই তাঁহার আশঙ্কা। তিনি আর একদিন আসিয়া এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন বলিলেন।

কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের আসল ভুল এই যে, তাহারা কৃষ্ণের ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অবাধ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করে না। তাহারা নিজেকে কৃষ্ণ ও গুরুপাদপদ্মের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহা মনোধর্ম্মের অভাব। স্বীয় প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়তর্পণই ইহার উদ্দেশ্য।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্টের অনুসরণই একমাত্র প্রয়োজনীয়, ইহা নিষ্কপটভাবে অনুভূত না হইলেই অন্যাভিলাষিতার কবলে পতিত হইতে হইবে। এই অনুসরণের যথেষ্ট গভীরতা না থাকিলেও আত্মবঞ্চনা হয়। কপট অনুসরণের আধিক্য দেখাইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভীষণ প্রচ্ছন্ন বিরোধ-আচরণ অতি সহজ ও কাপট্যের চরম পরিণাম।

(শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা)

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের এবং তাঁহার অনুগতদিগের সঙ্গ লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভূত হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং একমাত্র প্রয়োজনীয়। সেবা-লাভ না হইলে তজ্জন্য অভাব-বোধ (বিরহ) সেবা-লাভের একমাত্র উপায়। **অনর্থ-নিবৃত্তি অপেক্ষা অর্থ-প্রবৃত্তি অধিকতর প্রয়োজনীয়।** অর্থ-প্রবৃত্তি-দ্বারা অনর্থ-নিবৃত্তি, অনর্থ নিবৃত্তি-দ্বারা অর্থ-প্রবৃত্তি হয় না। সর্ব্বাবস্থায় অর্থ-প্রবৃত্তির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেও সর্ব্বদাই অগ্রসর হইতে হইবে। বৈষ্ণবের হৃদয়ে শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌর-লীলার ক্রম-প্রাকট্যই অর্থ-প্রবৃত্তি। শ্রীল প্রভুপাদ গাঁথনির কার্য্য নিজে প্রখর রৌদ্রে ছাতা মাথায় দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। শ্রীমায়াপুরে ৯টা, ৯॥ টা হইতে ৩ টা, ৩॥ টা পর্য্যন্ত মজুর খাটাইতেন। সেইজন্য বৈকালে স্নান অভ্যাস হইয়াছিল। লেখা-লেখি ফেলিয়া রাখিয়া মজুর খাটাইতেন। কি উদ্দেশ্যে? তিনি কি মজুর-খাটান-কার্য্য অন্য অপেক্ষা ভাল ভাবে করিতে পারিতেন? নিশ্চয়ই না। তবে কি তিনি বিনা উদ্দেশ্যে এই কার্য্য করিতেন? গুরু বৈষ্ণব কি বিনা উদ্দেশ্যে কোন কার্য্য করেন? তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য কাহাকেও প্রায়ই বলেন নাই। নামের দ্বারাই নামাপরাধ হইতে মুক্তি লাভ হয়।

গৌড়ীয়মঠ—ভগবদ্ধাম। মঠের সেবা-ধামের সেবা। **মঠবাস—ধাম-বাস।** মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপন, ভক্তি-গ্রন্থের-

প্রচার ও নামহট্টের প্রচার (নির্জ্জন-ভজন নহে) দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে।”—(পত্রাবলী ২য় খণ্ড ৫১ পৃঃ)। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোঽভীষ্ট। “শ্রীমায়াপুরে বিদ্যা-পীঠ স্থাপন করিলে মায়াপুরের উন্নতি হইবে।” (ঐ৫২ পৃঃ)। সকলের সহিত বন্ধুত্ব অর্থাৎ সকল বৈষ্ণবের মন যোগাইয়া হরিসেবায় নিযুক্ত থাকা কীর্ত্তন-যজ্ঞের ভার-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অপরিহার্য্য সদ্‌গুণ।”—(পত্রাবলী ২য় খণ্ড ৫৩ পৃঃ)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

২২শে জুলাই, শুক্রবার, ১৯৩৮

শ্রীগৌরসুন্দর তৈর্থিক বিপ্রকে তাঁহার প্রকটকালে তাঁহার রহস্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের কর্ত্তৃত্ব যদ্দ্বারা সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয়, সেইরূপ আচরণই একমাত্র অবলম্বনীয়। কৃষ্ণকে নিজের চেষ্টা-দ্বারা অপরের নিকট প্রকাশিত করিবার ধৃষ্টতা কৃষ্ণের কর্ত্তৃত্ব-সঙ্কোচের অভিপ্রায়-মাত্র। এইজন্যই রহস্য অপরের নিকট প্রকাশ করিতে হইবে না। উহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং কৃষ্ণই উহার একমাত্র ভোক্তা। উহা বিক্রয় করিয়া উহার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে হইবে না। Rationalistic methodএর সহিত শ্রৌত-পদ্ধতির ইহাই প্রকৃত এবং আত্যন্তিক প্রভেদ। জীবনই একমাত্র মূল্যবান্। আচরণই **প্রচারের প্রাণ। কোন শব্দ উচ্চারণ না করিয়াও সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ-সংকীর্ত্তন হইতে পারে।**

কৃষ্ণভক্তি রসভাবিতামতিঃ ক্রিয়তাংযদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লোল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্নলভ্যতে॥
পদ্যাবলী রায়রামানন্দ-কৃত শ্লোক। —(চৈঃ চঃ মশ ৪।৭০)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ' কলিকাতা
২৪শে জুলাই, রবিবার, ১৯৩৮

ইষ্টগোষ্ঠির জন্য সকলে শ্রীল আচার্য্যদেবের গৃহের বারান্দায় সমবেত হইয়া তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলেন। বৈষ্ণবসেবা-সম্বন্ধে বলিলেন। মাধুকরী ভিক্ষা করিতে হইবে।

সন্ধ্যার সময়ে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলিলেন যে, **ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-দুঃখ অনুভব না হইলে হরিনাম হইবে না।** কনিষ্ঠাধিকারীকে মধ্যমাধিকারে উন্নত হইবার এবং মধ্যমাধিকারীকে উত্তম অধিকার লাভ করিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। কাহাকেও শিষ্যবুদ্ধি করিতে হইবে না। তাঁহারা সকলেই গুরু, আমার নিকট বহির্ম্মুখতা প্রদর্শন করিতেছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন —চেতনবাণী সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু। তিনি তাঁহাদের নিকট স্বয়ং প্রকাশিত হইবেন। **ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপালাভের জন্য সুতীব্র লৌল্য একমাত্র প্রার্থনীয়।** ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধে ৩৬টী আলোচ্য বিষয়ের points লিখিয়া। লইয়া উহা বিস্তারিতভাবে গ্রন্থাকারে পরে প্রকাশিত হইবে। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু লিখিবেন। তাঁহার কলিকাতায় আসিতে বিলম্ব হইলে points গুলি লিখিয়া লইয়া তাঁহাকে

পাঠাইতে হইবে। Points গুলি বিলম্ব না করিয়া লিখিয়া লইতে হইবে। * * * শ্রীভক্তিবিনোদবাণীই শ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীবের বাণী।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

২৬শে জুলাই, মঙ্গলবার, ১৯৩৮

ভোগ ও ত্যাগবুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারা যায়, সর্ব্বত্র গুরুদেবের বৈভব দর্শন হইলে। **সকলই প্রভুপাদের বৈভব,—এই দর্শনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দর্শন।** অপ্রাকৃত কামদেবের সেবা-লাভ করিতে হইলে ভোগ ও ত্যাগবুদ্ধি সম্পূর্ণ অপসারিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীগুরুদেবের নিত্যসেবক-স্বরূপের অনুভূতি হইলে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বিশ্রম্ভসেবা-লাভের যোগ্যতা হয়। তখনই জীবের হৃদ্‌গত জড়ীয় কাম সমূলে উৎপাটিত হইয়া অপ্রাকৃত কামদেবের আকর্ষণ অনুভূত হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমায়ায় কৃপা হইলে অপ্রাকৃত কামদেবের সেবা লাভ হয়।

কেহ সরলভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিলে তাহাকে হরিকথা বলিতে হইবে না। সেরূপ হরিকথা দ্বারা প্রতিষ্ঠা-মাত্র লাভ হইয়া গুরুভোগী করিয়া ফেলিবে। প্রত্যেকের সকল প্রশ্নেরও জবাব দিবার আবশ্যকতা নাই। প্রশ্নকারীর প্রতি গুরুবুদ্ধি না হইলে তাহার প্রশ্নের জবাব দিলে গুর্ব্বভিমানই প্রবল হইবে। সেইরূপ প্রশ্নকারীর অশ্রদ্ধ প্রশ্নের জবাব না দিলে তদ্দ্বারা তাহার স্বরূপের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাই প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

২৮শে জুলাই, বৃহস্পতিবার, ১৯৩৮

ভক্তিসন্দর্ভ ও ভাগবত সম্পূর্ণ পাঠ করা আবশ্যক। হ্লাদিনীর কৃপা না হইলে কৃষ্ণের সেবা-লাভ হয় না। শ্রীগুরু পাদপদ্মের কৃপায় কৃষ্ণ-কৃপা, কৃষ্ণকৃপায় হ্লাদিনীর কৃপা হয়। অন্য কি উপদেশ দেওয়া যাইবে? শ্রীগুরুদেব যদি কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহার সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করেন, তবেই মঙ্গল হওয়া সম্ভব। **শ্রীল আচার্য্যদেবে শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠ—অভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম।** শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও তাহাই যে, শ্রীল আচার্য্যদেব নিত্যকাল আমাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করেন।

৩০শে জুলাই, শনিবার, ১৯৩৮

ব্যাভিচারই মঠজীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, যদি কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে জীবের চিত্ত আকৃষ্ট না হয়। যুক্তবৈরাগ্যের নামে অলসময় কিংবা কর্ম্মঠ অবৈধ ভোগী জীবন-যাপনই তখন স্বাভাবিক হইতে বাধ্য। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ এই ভীষণ পরিণামের প্রতিকারের কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন? হরিকথা শ্রবণে জগতের কোন ব্যক্তিরই প্রকৃত ইচ্ছা হয় না। কিন্তু সকল প্রকার ব্যক্তিরই মঠে আগমন এবং দীর্ঘকাল অবস্থান, শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় সম্ভব হইয়াছিল। ক—অলস ছিলেন না, কর্ম্মঠ ব্যভিচারী ছিলেন। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা তিনটি অনর্থই সংগ্রহের জন্য তাহার প্রচুর উদ্যম

ছিল। এই সমুদয় অর্থাৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি অপরের দুর্ব্বলতা ও দুষ্টামির অযথা প্রশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ তঁাহার এই বদ্‌মাইসী জানিয়াও উহার প্রতিকারের জন্য হরিকথা কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য উপায় অবলম্বন করেন নাই ** "পশূনাং লগুড়ো যথা" পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমন্দোদয়দয়া-পদ্ধতি শ্রীল প্রভুপাদ অবলম্বন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবের আনুগত্য দ্বারাই ভোগ ও ত্যাগ-প্রবৃত্তির হস্ত হইতে জীব মুক্ত হইতে পারে। তজ্জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বৈষ্ণব-বিদ্বেষকেই জীবের যাবতীয় অসুবিধার একমাত্র কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি। ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তা'রে, থাকে সদা মৌন ধরি" ॥ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দয়া বিচার করিয়াছিলেন। অন্য পদ্ধতি অবলম্বনে অমন্দোদয়দয়া প্রদর্শিত হয় না। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রদর্শিত পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে মাদৃশ নারকী, ঘৃণ্য বদ্ধজীবাধমেরও তাঁহার কৃপায় মঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব বিদ্বেষিগণ মঠে বাহ্যতঃ অবস্থানের অধিকার লাভ করিয়াছিল। তাহাদের দলপুষ্ট হইলে তাহারা কৃষ্ণকীর্ত্তনে বাধা প্রদান করিতে সাহসী হইল। তখন শ্রীগুরুদেব অপ্রকট হইলেন। তাঁহার অপ্রকটের

পরে শ্রীরূপের কথা যাহাতে একেবারে স্তব্ধ হইয়া যায় এবং শ্রীরূপের কথার নামে যাহাতে শ্রীরূপবিদ্বেষীর বিপরীত কথা শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারাই সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, এইরূপ একটা ভীষণতম অপরাধময় সমবেত চেষ্টা হইল। তখন শ্রীল প্রভুপাদ জগতের প্রতি কৃপার্দ্র হইয়া ভক্তি-বিরোধিগণকে তাঁহার প্রতিষ্ঠান-সমূহ হইতে অত্যাশ্চর্য্যভাবে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

২রা আগষ্ট, মঙ্গলবার, ১৯৩৮

২৪ ঘণ্টা হরিসেবা করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব সেবাবিগ্রহ। তিনিই শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রদাতা। তাঁহার প্রেরণাই একমাত্র সম্বল। শ্রীহরিনামের সেবাই—শ্রীকৃষ্ণসেবা। "জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণবসেবন। ইহা বই ধর্ম্ম নাই, শুন সনাতন॥" তন্মধ্যে **জীবে দয়া-প্রবৃত্তির অনুশীলনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশিষ্ট সেবা।** সেবা অখণ্ড। খণ্ড বস্তুর প্রতি আসক্তিই জড়াসক্তি। খণ্ডদর্শনই —জড়দর্শন। কৃষ্ণের সম্বন্ধে দর্শন অখণ্ড দর্শন। খণ্ডদর্শন— ভোগ ও ত্যাগ। অখণ্ড দর্শন সেবা।

৬ই আগষ্ট, শনিবার, ১৯৩৮

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে সংযুক্ত করে। অন্য প্রকার অভিলাষ চিত্তে স্থান পায় না। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ঐকান্তিকভাবে ও গাঢ়তম অনুরাগের সহিত চিত্ত আবিষ্ট থাকে। * * * † অন্য বস্তুর অনস্তিত্বহেতু

---

† লেখা অস্পষ্ট।

বস্তন্তরে চিত্ত ধাবিত হয় না এবং ধাবিত হইবার আবশ্যকতা অনুভবও করে না। কৃষ্ণশক্তিবর্গ সকলেই শ্রীকৃষ্ণে অনন্য-প্রীতিবিশিষ্ট। * * তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কৃষ্ণের সুখ-বিধানের জন্য। প্রত্যেকেরই একমাত্র চেষ্টা—যাহাতে কৃষ্ণ সুখী হন। যিনি কৃষ্ণের অধিক প্রিয়, তিনি সুতরাং সকলেরই অত্যন্ত প্রিয়। যিনি কৃষ্ণের প্রিয় নহেন, তিনি কাহারও প্রিয় নহেন। ইহা দ্বারা কাহারও প্রতি অসূয়ার উৎপত্তি সম্ভব হয় না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি অত্যন্ত কৃপা-বিশিষ্ট। প্রত্যেকেরই অপরের সম্বন্ধে একমাত্র অভিপ্রায় যে, অপরের কৃষ্ণে মতি হোক্। যাহার মতি হয় নাই, তাহার সম্বন্ধেও যাহাতে তাহার মঙ্গল হয়, কেবলমাত্র সেই চিন্তা। এই চিন্তার মূলেও কৃষ্ণের সুখবিধানের তীব্র বাসনা।

শ্রীল আচার্য্যদেব আমাকে গোস্বামি-গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য বলিতেছেন। আমারও গোস্বামি-গ্রন্থ পড়িবার বিশেষ ইচ্ছা আছে। কিন্তু যখনই ঐসব গ্রন্থ পড়িবার চেষ্টা করিয়াছি, কিংবা পড়ার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে যে, উহাও পড়িবার যোগ্যতা আমার নাই। পূর্ব্বে পঠিতব্য বিষয়ের অনুভূতি না হইলে কোন্ দৃষ্টিতে ঐ সব গ্রন্থ পাঠ সম্ভব হয়? কৃষ্ণের অনুভূতি আমার হইতেছে না। গোস্বামীদিগের গ্রন্থে কৃষ্ণের কথা আছে। কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ আলোচনায় আমার অধিকার নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি আলোচনায় চিত্তশোধন হয়। তজ্জন্য তাহাতে অনধিকার-সত্ত্বেও প্রবৃত্তি হয়। কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠকালে পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন-সেবার ন্যায় মনে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠে তত অধিক অযোগ্যতা মনে হয় না। কৃষ্ণকথার মধ্যেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথারই অনুসন্ধানের চেষ্টা করিতে বাধ্য হই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথাও শ্রীকৃষ্ণকথা এক হইলেও এবং তৎসম্বন্ধে আমার বিশ্বাস থাকিলেও কৃষ্ণচরিত্র সাক্ষাদ্‌ভাবে আলোচনা করিবার সাহস হয় না এবং তৎসম্বন্ধে যোগ্যতা ও অধিকারের একান্ত অভাব বিবেচনা হয়।

সুতরাং **যে ক'দিন কৃষ্ণেচ্ছায় জীবিত আছি, সে ক'দিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকিবার ইচ্ছা।** মহাপ্রভু মাদৃশ পতিতের বন্ধু। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। গোস্বামীদিগের গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে মহাপ্রভুর অন্তরের ভাব জানিতে পারা যাইবে না। তজ্জন্য ঐ সমুদয় গ্রন্থও আলোচনা করিতে হইতে পারে। শ্রীমন্-মহাপ্রভু কিভাবে কৃষ্ণচিন্তা করিতেন, গোস্বামিগণও কেন এবং কিরূপভাবে কৃষ্ণচিন্তা করিতেন, এবং সেরূপ চিন্তা ও চেষ্টা দ্বারা কিরূপেই বা মহাপ্রভুর সেবা হইত, ইহা জানিতে ইচ্ছা হয়। মহাপ্রভুর অন্তরের কথা জানিতে পারিলে তদনুসারে তাঁহার প্রীতিবিধানের চেষ্টা সম্বন্ধে চিন্তা সম্ভব হয়। সুতরাং এই হিসাবে গোস্বামীদিগের গ্রন্থগুলির

আলোচনাও আবশ্যক,— সন্দেহ নাই। মহাপ্রভুর লীলা কৃষ্ণলীলার পরিশিষ্ট। পরিশিষ্ট আলোচনা করিতে হইলে গ্রন্থের মুল অংশের আলোচনার মোটামুটি আবশ্যক হয়।

কৃষ্ণলীলা ও মহাপ্রভুর লীলার মধ্যে প্রকৃত বৈশিষ্ট্য কি? মহাপ্রভুর লীলা বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত, কৃষ্ণবিরহে বিরহী কৃষ্ণের কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা।

আপনে অযোগ্য দেখি, মনে পাই ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ॥

* * *

নাহি কৃষ্ণপ্রেমধন, দরিদ্র মোর এ জীবন।

* * *

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি……
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥

বদ্ধজীব—অনাদি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ। তাহার দুঃখেরও অবধি নাই। মহাপ্রভুর লীলা বদ্ধজীবকেও তাহার কষ্ট বিস্মরণ করাইয়া দেয়। বদ্ধজীব নিজের সুখ অনুসন্ধানে ব্যস্ত। মহাপ্রভু বলেন, "**নিজের সুখে সুখ নাই। কৃষ্ণের সুখেই সুখ।** কিন্তু কৃষ্ণের সুখের অনুসন্ধান আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিদ্বারা সম্ভব হয় না। সুতরাং কৃষ্ণ আমার সেবা গ্রহণ করেন না। তিনি সেবা গ্রহণ না করিলে আমার জীবন ধারণ করিয়া লাভ কি?" মহাপ্রভুর এই দুঃখ বদ্ধজীবেরও হৃদয়কে স্পর্শ ও দ্রবীভূত করিতে সমর্থ। মহাপ্রভুর দুঃখ

কি, তাহা জানিবার জন্য আমাদের কৃষ্ণের বিষয় আলোচনার আবশ্যক হয়।

গোস্বামীদিগের গ্রন্থে কৃষ্ণের সমস্ত সংবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণকে যেরূপ চিন্তা করিতেন, তাহাই গোস্বামীদিগের গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিষয়ক চিন্তাও অপূর্ব্ব। উহাই একমাত্র সত্য। মহাপ্রভুই একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী। মহাপ্রভুর সঙ্গিগণ তাঁহারই কীর্ত্তনের দোহার।

মহাপ্রভুর সঙ্গিগণ মহাপ্রভুর কীর্ত্তনও করিতেন। মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে সকলেরই যোগদানের অধিকার আছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
৭ই আগষ্ট, ১৯৩৮

আমি শ্রীল আচার্য্যদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, গোস্বামিগ্রন্থ কি কি আমাকে পড়িতে হইবে। তদুত্তরে তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত গ্রন্থগুলির নামই উল্লেখ করিলেন। তাঁহার এই অমূল্য উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অথচ তিনি আমাকে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুঃ' গ্রন্থ পড়িতে দিলেন। 'শ্রীহরিনামচিন্তামণি'র টীকা দেখিতে বলিলেন। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, তত্ত্বসূত্র, ভজনরহস্য, সাধনপথ প্রভৃতি আলোচনা করিতে বলিলেন। গোস্বামি-গ্রন্থাদি পাঠের সময় গ্রন্থকার কিরূপে সংগৃহীত উপকরণ সজ্জিত করিয়াছেন, তৎপ্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিলেন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ কিংবা সন্দর্ভও সেইরূপ-

ভাবে পড়া আবশ্যক। Concrete বিষয়গুলি বলদেব। অর্চ্চা অন্তর্য্যামী, বৈভব, ব্যূহ, পরতত্ত্ব Concreteএর মধ্যে ক্রমে দর্শন। বলদেবের হৃদয়ে মহালক্ষ্মী, সশক্তিক ভগবদ্দর্শনই চিদ্দর্শন। * * *

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

৮ই আগষ্ট, ১৯৩৮

শব্দের মধ্যে রূপদর্শন। শ্রীনামই একমাত্র ভজনীয়। শ্রীরূপ কীর্ত্তনীয়—শ্রীরূপের কীর্ত্তনই শ্রীরূপদর্শন। জড় চক্ষু দ্বারা রূপদর্শনের চেষ্টায় শ্রীরূপের চরণে অপরাধ হয়—উহাই কুদর্শন অর্থাৎ কুৎসিৎ দর্শন। অন্যান্য জড় ইন্দ্রিয় পরিচালনাও সেইরূপ অপ্রয়োজনীয় ও পরমার্থের সাধক।

১৫ই আগষ্ট সোমবার, ১৯৩৮

বৈকালে শ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গে কথা হইল। সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-শক্তির ক্রিয়া বদ্ধ, তটস্থ এবং সেবাপরায়ণ অবস্থায় হইয়া থাকে। বদ্ধ অবস্থায় সন্ধিনীর ক্রিয়াদ্বারা নশ্বর অস্তিত্ব। তটস্থ অবস্থায় নির্ব্বিশেষ ভাব ও সেবাপরায়ণ অবস্থায় নিত্য সাধিত হয়। উপাসক, উপাসনা ও উপাস্যের নিত্য অস্তিত্ব উপলব্ধি আবশ্যক। সম্বিৎশক্তির ক্রিয়াদ্বারা বদ্ধ অবস্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, তটস্থ অবস্থায় অপরোক্ষ. সেবাপরায়ণ অবস্থায় অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃতের অনুভূতি লাভ হয়। বদ্ধ ও তটস্থ অবস্থায় সেবার কোন কথাই নাই। হ্লাদিনী-শক্তির ক্রিয়ার দ্বারা বদ্ধ অবস্থায়

জড়ানন্দ (কাম), তটস্থ অবস্থায় ব্রহ্মানন্দ বা ভূমানন্দ, আর সেবাপরায়ণ অবস্থায় কৃষ্ণানন্দ (প্রেমা) লভ্য হয়।

* * সম্বন্ধে কিংবা অন্য যে-কোন ধর্ম্মপ্রচারকের সম্বন্ধে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বিষয় দ্বারা তাঁহাদের মতবাদের পারমার্থিক মূল্য অনায়াসেই নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারিবে। ভগবানের কৃপালেশ যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

জীবের সহিত ভগবানের সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ। জীবে ভগবদাবেশ সম্ভব। নৈমিত্তিক অবতারসমূহ এবং গুণাবতারদিগের কার্য্যাদি ভগবানের নিজের কার্য্য নহে। আমাদের একমাত্র প্রয়োজন - ভগবানের নিজের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া। ভগবান্ নিজে ভক্ততোষণ করেন। অভক্তদিগের সম্বন্ধে নৈমিত্তিক আবেশ ও গুণাবতারগণের ক্রিয়া। উহা secondary.

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
১৬ই আগষ্ট, মঙ্গলবার, ১৯৩৮

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতীত, তাঁহার আদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় উপলব্ধ না হইলে এবং তৎসম্পাদনে তিনি কৃপাপূর্ব্বক যোগ্যতা প্রদান না করিলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগিরিধারীর সেবা-লাভ হইতে পারে না। Direct Communion চাই। যাহারা সাক্ষাৎসেবার বিরোধী, তাহারা indirect communion হইতেও সুতরাং বঞ্চিত হইতে বাধ্য।

Direct Communion with the Guru is the first step on the path of Divine Service. Exclusive service of the Guru is the next expansion of the same. The Guru is to be served in every entity. If the Guru is not served no one can be really served. For a very long time I was noticing that Srila Acharyadev made it his exclusive duty, esoteric as well as exoteric, not to serve anybody else except Srila Prabhupad. For the purpose he kept aloof from all active participation in most of the mixed functions of others. He remained strictly aloof from all other concerns. He was not accessible to many but those whom he really wanted to guide on behalf of Srila Prabhupad. The corresponding position in the case of a conditioned soul like myself means the unreserved realisation of the absolute necessity of one's complete dependence no the direct guidance of Sri Gurudev also in the exoteric manner during the period of his manifest *Lila*. I cannot discourse about Krishna till I experience the direct command of Sree Gurudev for the same. Till then it would be বাক্যবেগ if I choose to indulge in any unauthorized talks about Krishna. This

applies to every detail of my activity. The other activity will be automatically regulated and fall into line, if I am regulated in the matter of hearing and talking. I must not hear anything till I am authorized to hear, meaning till I experience the direct authorization of Sri Gurudev for the sume. If hearing and talking are strictly regulated they will regulate the function of every other sense and faculty. If I be on the look-out for direct inspiration, from Sri Gurudev for every detail of my activities, I shall certainly receive the same. Whenever, therefore, I evperience on such inspiration I shall remain perfectly indifferent to all requests and temptations for personal exertion, I will confine myself strictly to activities for which I may have previously obtained his direct authorization whenever on present authorization is actually experienced. I must always wait for such inspiration even for the present performance of activities previously directly sanctioned. This constant direct communion is the only basis. method and object of all serving activities of all unalloyed souls. I shall not hear, I shall not talk, I shall not see, smell, taste, touch, exert myself in

any way till I have previously established direct communion with the Lotus Feet of Sree Gurudev and obtained His unequivocal authorization for the particular activity. This will enable me to remember the Lotus Feet of Sree Gurudev in every moment of my early life. Till the transcendental import of the command of Sree Gurudev has been experienced, one's realisation is not true. One must wait and meditate on the Lotus feet of Sree Gurudev till one receives his mercy in the unequivocal from. Sree Gurudev will be pleased to enable us to realise what conduct will be pleasing to Krishna.

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
১৮ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার, ১৯৩৮

Paradox. "বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।" 'যে-জন শ্রীকৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।" সাধারণ অক্ষজ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির বিচার যাহা একমাত্র সত্য বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়, তাহা বৈষ্ণবের বিচারে সর্ব্বাপেক্ষা অসত্য। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব যাহা একমাত্র সত্য বলিয়া বিচার করেন, অক্ষজ জ্ঞানীর নিকট তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই লৌকিকতার বিরুদ্ধধর্ম্ম বৈষ্ণবের আচরণে সর্ব্বাদাই লক্ষিতব্য। বেদবিহিত সকাম কর্ম্মও বৈষ্ণবের বিচারে নিতান্ত গর্হণীয়। "যস্তু আশীষঃ আশাস্তে

ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্॥" "দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।"—বিচারের সহিত "সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যম্। দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥" বিচারের একতাৎপর্য্যপরতা উপলব্ধি না হইলে বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইতে বাধ্য। প্রেম ভোগ অর্থাৎ স্বসুখ-বাসনার সম্পূর্ণ বিপরীত বৃত্তি, ইহা বদ্ধ জীবের ধারণার বহির্ভূত। "ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ। হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥" শ্রীরূপপাদের এই বাক্যে পারমার্থিক Paradoxএর গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের অপ্রাকৃত কবিত্বপূর্ণ ভাষায় "এ সব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব। ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥ অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ। তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥ যে লাগি' কহিতে ভয়, সে যদি না জানে। ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥ অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার। নিঃশঙ্কে কহিয়ে, তার হউক চমৎকার॥"

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

২২শে আগষ্ট, সোমবার, ১৯৩৮

শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে সর্ব্বজীবের সেবা হয়, সম্পূর্ণ সেবা হয়, ইহা সর্ব্বদা কার্য্যতঃ স্মরণ থাকে না, তজ্জন্যই বদ্ধাবস্থা। কোন ব্যক্তি তাহার নিজের পরিচয় ভুলিয়া গেলে শ্রীগুরুদেবকেও ভুলিয়া যায়। বিকারগ্রস্ত অবস্থা। সেরূপ অবস্থায় রোগী কাহাকেও চিনিতে প্যারে না। তখন

তাহার কোন কার্য্যের জন্যই তাহাকে দায়ী করা যায় না। শ্রীগুরুদেব তাহার চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য যত্ন করেন। প্রত্যেকেই আমার পরমাত্মীয়, অত্যন্ত ভালবাসার পাত্র, অথচ আমাকে এখন মোটেই চিনিতে পারিতেছে না। যখন চিনিতে পারিবে, তখন উভয়েরই কত আনন্দ হইবে। চিরপরিচিত বন্ধুর সহিত বহুদিনের বিচ্ছেদের পরে পুনর্ম্মিলন হইলে যেরূপ আনন্দ হয়, তাহা এই সুখের সহিত আদৌ তুলনীয় নহে। এই মিলনও নিত্যকালের জন্য। জগতের কোন মিলনের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম এই মিলনের ভূমিকা। যিনি আমাকে কৃষ্ণের নিত্যসেবা দিতে পারেন, তাঁহার সঙ্গে আমার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা বর্ণনীয় নহে। "একাকী আমার নাহি পায় বল হরিনাম সংকীর্ত্তনে।'

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

১২ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, ১৯৩৮

My administrative work consists of :—

1. Supervision of the work of the members of the Math
2. Do of Branch Maths
3. Do of Preacher parties
4. Do of litigation Dept.
5. Do of office
5. Correspondence.
7 Supervision of local preachers internal and external.

8. Talking to members individually.

9. Talk to outsiders.

10. Sharing in reading and lecturing (internal)

11. Sharing in local preacher's work (external)

Besides the above, I have to do also the following :—

12. Writing occasionally for various periodicals etc.

13. Correcting other's writings

14. Original Writing.

15. Study.

The above is exoteric. Besides the above, I have to the *Harinama* on the beads, to attend on H. D. G. and to meditate.

If I tell the *Harinama* properly, He will regulate everything.

শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন নামাপরাধ। হরিকথায় যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন সম্ভব নহে। যাহার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন সম্ভব নহে, তাহার সহিত পারমার্থিক সম্বন্ধও সুতরাং অসম্ভব। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত দুঃসঙ্গ। **যাহার নিকট হরিকথা বলা যায় না, তাহার কোন সেবা গ্রহণ করা কি উচিত? সেরূপ ব্যক্তির সেবা গ্রহণ কি কৃষ্ণ-বিরোধ নহে? উহা কি** নির্ব্বিশিষ্ট মায়াবাদ-বিচার-অনুযায়ী নহে?

কীর্ত্তনকারীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন অধিকতর অপরাধজনক। বিরোধী ব্যক্তিকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য

"ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তা'রে, থাকে সদা মৌন ধরি"।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

২০শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, ১৯৩৮

আচারহীন প্রচারের দ্বারা প্রাকৃত সহজিয়া মতবাদগুলির উদ্ভব হইয়াছে। আচার ও প্রচার একই ব্যাপার না হইলে সেরূপ প্রচারের দ্বারা জগজ্জঞ্জাল-মাত্র উপস্থিত হয়। আচারবান্ ব্যক্তিমাত্রই প্রচারক হইবার যোগ্য এবং প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহারাই একমাত্র প্রচারক। নির্জ্জন-ভজনানন্দী ও গোষ্ঠ্যানন্দীর মধ্যে বস্তুতঃ কোন পার্থক্য নাই এবং উভয়ের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বস্তুতঃ একই। **আচারই প্রচার** এবং প্রচারই আচার। আত্মা নিজেই নিজের নিকট প্রচার করেন নিজেই নিজের গুরু। * * * * **আচার হইতে পৃথগ্‌ভাবে প্রচারের যে অভিনয়, উহা জড়প্রতিষ্ঠা-লাভের অবৈধ চেষ্টা-মাত্র। উহা কপটতা ও মৎসরতার চরম নিদর্শন।** পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভুবনমঙ্গল আচার্য্য-লীলায় এই বৈশিষ্ট্যের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার অপ্রাকৃত আদর্শের অনুসরণ করিলে গৌড়ীয়মঠের প্রচারের সমুদয় অসুবিধা দূরীভূত হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

২২শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯৩৮

গতকল্য মানহানি-মোকদ্দমার রায় বাহির হইয়াছে। আমরা সকলেই খালাস হইয়াছি।

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব গতকল্য সন্ধ্যার সময়ে বলিতেছিলেন যে, ব্যক্তিগত সেবা না করিয়াও মিশনের সেবা হইতে পারে, 'গৌড়ীয়ে'র পূর্ব্ববর্ত্তিকালের প্রবন্ধাদি হইতে পাঠকগণের এরূপ ভ্রান্ত-ধারণা হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু যখন মিশনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়া উঠিল, তখন ব্যক্তিগত সেবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা হইল। উহা দ্বারা সঙ্কর্ষণের হলচালনার ফল হইয়াছে।

২৩শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ১৯৩৮

নিজের ভজন ও মিশনের সেবা একতাৎপর্য্যপর হইলেও উহাদের পরস্পর বৈশিষ্ট্য স্বীকার্য্য। বাহিরের যে সম্বন্ধ, তাহাই মিশনের সেবা। অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ অনুশীলনই ভজন। অপ্রাকৃত-তত্ত্বের প্রাকৃত-ভূমিকায় অবতরণ দ্বারা অপ্রাকৃত আনুগত্য এবং প্রকৃত ও অপ্রাকৃতের পরস্পর সাক্ষাৎ যে-সমুদয় ক্রিয়াদ্বারা সাধিত হয়, উহাই মিশনের সেবার ভূমিকা। অপ্রাকৃতের পক্ষ হইতে প্রাকৃতের সহিত সেবা-সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য মিশন। প্রাকৃত অস্মিতা হইতে মুক্ত হইয়া অপ্রাকৃতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবার প্রচেষ্টা—নিজ-ভজন। নিজ-ভজনের বৈশিষ্ট্য, প্রাধান্য ও ক্রমোন্নতি-সাধনের জন্য

মিশনের সেবা। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে বহির্ম্মুখের সেবা—শ্রীগুরুদেবেরই সেবা। উহা নিজ-ভজনেরই অপরদিক্ নিজ-ভজনহীন ব্যক্তির মিশন-সেবার অভিনয়—দাম্ভিকতাপূর্ণ মায়াবাদ-মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

২৭শে সেপ্টেম্বর, সোমবার, ১৯৩৮

প্রত্যেক মনুষ্য নিজের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সদ্‌গুরুর চেতন-বাণীর অনুসরণে স্বীয় বিচার ও কর্ম্মশক্তি পরিচালনা করিবার নিষ্কপট চেষ্টা করিলে সত্বরই নিত্য-সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন এবং তদ্দ্বারা অচিরে সমগ্র জগতে পরস্পরের প্রকৃত, স্থায়ী মৈত্রী ও একতা স্থাপিত হইবে।

—*** ★ ***—